# জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in


## লেপার্ড-হানা

চিতাবাঘের হানা। বীরপাড়া চা-বাগান থেকে বালিকাকে টেনে নিয়ে গেল চিতাবাঘ। গত পাঁচ মাসের মধ্যে চারজনের মৃত্যু হল লেপার্ডের হানায়। এলাকায় আতঙ্ক

## নামছে পারদ

বৃহস্পতিবার থেকে দক্ষিণের জেলাগুলিতে কমতে শুরু করবে তাপমাত্রা। সর্বোচ্চ ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমার সম্ভাবনা। পারদ নামতে পারে উত্তরেও

## সরকারি আধিকারিকদের জন্য বিধানসভায় পাস চালুর ভাবনা

## আজ শেখ হাসিনা সরকারের পঞ্চমবার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৪০ ● ১১ জানুয়ারি, ২০২৪ ● ২৫ পৌষ ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 240 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 11 JANUARY, 2024 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

### বিচারপতিদের মুখে লাগামের আর্জি

## সুপ্রিম কোর্টে অভিষেক

**প্রতিবেদন :** কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বুধবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চ থেকে মামলা সরানোর জন্যও তিনি আবেদন জানিয়েছেন শীর্ষ আদালতে। দুই বিচারপতিকেই আপত্তিকর মন্তব্য থেকে বিরত রাখার জন্য শীর্ষ আদালতকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর্জি, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে একটি বিশেষ বেঞ্চ গঠনের নির্দেশ দেওয়া হোক। যে বেঞ্চ নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা শুনবে। বিশেষ করে বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে যে মামলাগুলি আছে সেগুলি সরিয়ে নেওয়া হোক বিশেষ বেঞ্চে। অন্যদিকে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে, আদালতের বাইরে তিনি এক পক্ষের বয়ান তুলে ধরছেন বারবার।

(এরপর ৬ পাতায়)

### বুথওয়ারি কর্মসূচি ■ অভিষেক শোনালেন নবজোয়ারের কথা

# বিজেপিকে দুরমুশ করতে নেত্রীর দাওয়াই, উজ্জীবিত জেলা নেতৃত্ব

**প্রতিবেদন :** লোকসভা নির্বাচনই পাখির চোখ। দুরমুশ করতে হবে বিজেপিকে। তাই এখন থেকে দলের সাংগঠনিক দিক চাঙ্গা করতে বৈঠক শুরু করে দিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, বুধবার প্রথম বৈঠকটি করলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা নেতৃত্বকে নিয়ে। জেলা নেতৃত্বকে নেত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ, বুথওয়ারি কর্মসূচি নিতে হবে। মানুষের বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। রাজ্য সরকারের উন্নয়নকে যেমন তুলে ধরতে হবে, তেমনই একইসঙ্গে মানুষকে বোঝাতে হবে বাংলার জন্য, দেশের জন্য বিজেপি ও তাদের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কতটা ভয়ঙ্কর। ধর্মকে সামনে রেখে বিজেপির যে বিভাজনের রাজনীতি তাকে বাংলায় আমরা প্রতিহত করেছি। লোকসভা নির্বাচনে ফের করতে হবে। এদিন, নেত্রী ছাড়াও বৈঠকে দিকনির্দেশ করেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিও জেলা নেতৃত্বকে একাধিক কর্মসূচির নির্দেশ দিয়েছেন।

■ কালীঘাটের বাসভবনে সাংগঠনিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত বক্সি প্রমুখ।

দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট নির্দেশ, নিজেদের মধ্যে সবকিছু ভুলে একযোগে বিজেপির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। দলে কোনও বিষয়ে কারও ভিন্ন মত থাকতে পারে। কিন্তু কোনও অবস্থাতে তা নিয়ে বাইরে মুখ খোলা চলবে না।

(এরপর ৬ পাতায়)

## দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

### মহিলা বর্ষের শপথ

আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষে
শপথ নিলেন মোরা
সাম্য মৈত্রী ভ্রাতৃত্ব
শান্তির দূত মোরা

সবাই মিলেছি এক পথে মোরা
এক ত্রিবেণীর ঘাটে
সবাই করেছি আরাধনা মোরা
সাম্যবাদের পথে

সর্বমঙ্গলা সর্বাঙ্গসুন্দরী
অচলামতী যে নারী
সেই নারীই ফিরিছে দেশে দেশে
আশাময়ীর বাণী।।

*১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫*

# জন্মভিটেয় সমাহিত উস্তাদ

**মৌসুমি বসাক**

আওগে জব তুম... না, আর আসবেন না তিনি। এখন সুরের আসর বসবে ইন্দ্রলোকে। উস্তাদ রশিদ খানের সুরের মূর্ছনায় মাতবে

### রাষ্ট্রীয় সম্মানে বিদায়

সুরলোক। আর ইহলোক আগলে থাকবে কিংবদন্তি শিল্পীর শেষ স্মৃতিটুকু। বুধবার রবীন্দ্রসদনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষ বিদায় জানানো হল উস্তাদ রশিদ খানকে।

নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, যার সুরের মূর্ছনায় গোটা বিশ্ব মুগ্ধ, যার কণ্ঠে স্বয়ং দেবী সরস্বতীর বাস, যার গায়নশৈলীর জাদুতে আবিষ্ট সমগ্র সঙ্গীত জগৎ— সেই মহান শিল্পী তথা ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দিকপাল, উস্তাদ রশিদ খানের অকালপ্রয়াণে আমি শোকস্তব্ধ।

(এরপর ৬ পাতায়)

■ নিজের জীবনসঙ্গী উস্তাদ রশিদ খানকে শেষ বিদায় জানাচ্ছেন স্ত্রী সোমা। আছেন মুখ্যমন্ত্রী-সহ পরিজনেরা। বুধবার। রবীন্দ্র সদন।

# দুই মামলা, সজোরে দুই ধাক্কা দুই বিচারপতিকে

**প্রতিবেদন :** একইদিনে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে রীতিমতো ধাক্কা খেলেন ২ বিচারপতি। প্রাথমিকে নিয়োগ মামলায় ডিভিশন বেঞ্চে খারিজ হয়ে গেল বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ। অন্যদিকে বিচারপতি অমৃতা সিনহার ভূমিকার কড়া সমালোচনা করল ডিভিশন বেঞ্চ। বুধবার বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিল, প্রাথমিকে নিয়োগ প্যানেল প্রকাশের যে নির্দেশ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় দিয়েছিলেন তা খারিজ করা হল। স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

এদিকে বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশে হস্তক্ষেপ না করলেও তাঁর ভূমিকার সমালোচনা করল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের মতে, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের নির্দেশ দিয়ে সঠিক কাজ করেননি বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

(এরপর ৬ পাতায়)

# নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

11 January, 2024 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

## তারিখ অভিধান

**১৮৬৬ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়চৌধুরি** (১৮৬৬-১৯৩৩) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ভারত উপমহাদেশের প্রথম পেশাদার আলোকচিত্রী-চিত্রকরদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ১৮৬৬ সালে লাহোর শহরে রায়চৌধুরি অ্যান্ড কোম্পানি-ফোটোগ্রাফার্স অ্যান্ড আর্টিস্টস নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। বাড়িতে একটি ছোট ঘরকে ডার্করুম হিসাবে ব্যবহার করতেন। এর আগে মুখাবয়ব এঁকে তা থেকে তিনি তৈলচিত্র তৈরি করতেন। রাজপরিবারের সদস্যদের বেশ কিছুক্ষণ তাঁর সামনে বসে থাকতে হত এবং সে-কারণে তাঁরা বিরক্ত হতেন। পর্দাপ্রথার কারণে রাজপরিবারগুলিতে মহিলা সদস্যদের তৈলচিত্র আঁকতে লক্ষ্মীনারায়ণের অসুবিধা হত। ক্যামেরা কিনে ব্যবসা শুরু করার পর আর সে-সব সমস্যা রইল না।

**১৯৬৬ লালবাহাদুর শাস্ত্রী** (১৯০৪-১৯৬৬) এদিন তাসখন্দের হোটেলে মারা যান। ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী। তাসখন্দ থেকে নিয়ে এসে তাঁর দেহ যখন দিল্লি বিমানবন্দরে নামানো হয় তখন গোটা শরীরটা নীল হয়ে গিয়েছিল। দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান অনেকেই। মুখটা পর্যন্ত নীল। কপালের দু'পাশে স্পষ্ট সাদা ছোপ। ওই অবস্থা দেখে স্ত্রী ললিতা শাস্ত্রী তখনই বলেছিলেন, "এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়।" যদিও ৬১ বছর বয়সি লালবাহাদুর শাস্ত্রী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন বলেই সে-সময় সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

**১৮৮১ মাখনলাল সেন** (১৮৮১-১৯৬৫) এদিন ঢাকার সোনারঙে জন্মগ্রহণ করেন। এমএ পড়ার সময় বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। পুলিনবিহারী দাস গ্রেফতার হওয়ার পর অনুশীলন সমিতির নেতা হন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগে যোগ দেন। ঢাকার সোনারং ন্যাশনাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

**১৮৫৯ লর্ড কার্জন** (১৮৫৯-১৯২৫) এদিন জন্ম গ্রহণ করেন। পুরো নাম জর্জ নাথানিয়েল কার্জন। তিনি ছিলেন ডার্বিশায়ারের চতুর্থ ব্যারন স্কার্সডেলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮৯৯ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত ভারতের ভাইসরয় ছিলেন। ১৯০৫ সালে অবিভক্ত বাংলা প্রেসিডেন্সিকে বিভাজন করা তাঁর তুমুল সমালোচিত সিদ্ধান্তগুলির অন্যতম। ডেনিস জাড তাঁর 'দ্য লায়ন অ্যান্ড দ্য টাইগার- দ্য রাইস অ্যান্ড ফল অফ দ্য ব্রিটিশ রাজ, ১৬০০-১৯৪৭' বইয়ে লিখেছেন, 'কার্জনের আশা ছিল, ভারতকে চিরকাল রাজশাসনের অধীনে রাখা যাবে। কিন্তু তাঁর বাংলাভাগ পরবর্তীতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তি জোগায়।'

**১৯২৮ টমাস হার্ডি** (১৮৪০-১৯২৮) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইংরেজ কথাশিল্পী, নাট্যকার ও কবি। কবিতা লেখার পাশাপাশি উপন্যাস লিখে সারা বিশ্বে তাঁর জীবৎকালেই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। বর্তমানেও তিনি সমানভাবে বিশ্বে সমাদৃত। কথাশিল্পী হিসেবে তাঁর গভীর জীবননিষ্ঠা, বাস্তববাদ, কৌতুকবোধ ও মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাঁকে বিশ্বের প্রথম সারির লেখকে পরিণত করেছে। টেস অফ দ্য ড'আরবারভিলস, ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড, দ্য মেয়র অফ কাস্টারব্রিজ, জুড দ্য অবসকিউর তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস।

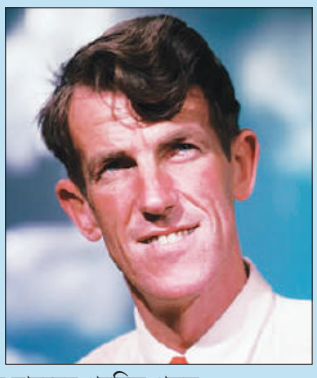

**২০০৮ এডমন্ড হিলারি** (১৯১৯-২০০৮) এদিন প্রয়াত হন। নিউজিল্যান্ডের একজন পর্বতারোহী এবং অভিযাত্রী। ১৯৫৩-র ২৯ মে তিনি ব্রিটিশ অভিযাত্রী দলের অংশ হিসেবে শেরপা তেনজিং নোরগের সঙ্গে এভারেস্টের চূড়ায় ওঠেন। দুনিয়ার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টে সেই প্রথম মানুষের পদচিহ্ন পড়ল।

## পার্টির কর্মসূচি

আজ সকালে নকশালবাড়ি ব্লক ২-এর সাতভাইয়া ডিভিশন (অটল চা-বাগানের) আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত তৃণমূল চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে পাট্টা, পিএফ ও গ্র্যাচুইটি-সহ অন্যান্য সমস্যা নিয়ে মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি নির্জল দে, ইউনিট সভাপতি ধর্মু ওঁরাও, সম্পাদক দীপক ছেত্রী, বীরেন লিম্বু, জয়রাম ওঁরাও-সহ অন্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

## শব্দবাংলা-৯০০

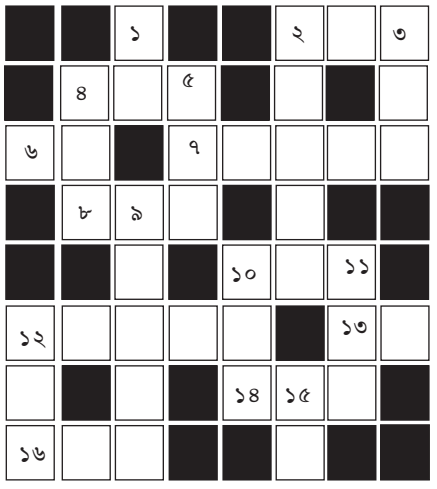

**পাশাপাশি :** ২. যুদ্ধ ৪. বৃষ, ষাঁড় ৬. ছোট বারকোশ ৭. মহাবিশ্ব ৮. 'বন্দ্যোপাধ্যায়' সাহিত্যিক ১০. মুখমণ্ডল, বদন ১২. শ্রীকৃষ্ণ ১৩. ধনীদের বাসভবন ১৪. জাফরান ১৬. বহু লোকের সমাবেশ।

**উপর-নিচ :** ১. পরিণাম ২. যেখানে ঘটনা ঘটে, অকুস্থল ৩. শব্দায়মান ৪. প্রতারিত, ঠকেছে এমন ৫. শাসন ৯. ব্যঙ্গে মরা ১০. এই দিনে ১১. খাল ১২. 'রাজা' ক্রিকেটার ১৫. বাণ।

■ শুভজ্যোতি রায়

**সমাধান ৮৯৯ : পাশাপাশি :** ১. অমৃত ৪. বদজবান ৬. জঞ্জাল ৭. লশকর ৯. তাপসেক ১২. খণ্ডিত ১৩. ঠাকুরঘর ১৪. চাকরি। **উপরনিচ :** ১. অরাজকতা ২. তবল ৩. আজকাল ৫. নরক ৮. রজতগিরি ১০. পইঠা ১১. কথারম্ভ ১২. খরচা।

## ১০ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ৬২৮৫০ |
| গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ৬৩১৫০ |
| হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম), | ৬০০৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি), | ৭১৭০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি), | ৭১৮০০ |

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

### মুদ্রার দর (টাকায়)

| মুদ্রা | ক্রয় | বিক্রয় |
|---|---|---|
| ডলার | ৮৪.১৫ | ৮২.৮৯ |
| ইউরো | ৯২.১৫ | ৯০.৫২ |
| পাউন্ড | ১০৬.৮৩ | ১০৫.২৭ |

## নজরকাড়া ইনস্টা

■ উষসী রায়

■ শ্রদ্ধা কাপুর

**সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়**
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

**Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY**
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গ্রিন-ক্লিন গঙ্গাসাগর মেলার লক্ষ্যে ঝাড়ু হাতে পথে মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা

আমারশহর

11 January, 2024 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১১ জানুয়ারি ২০২৪
বৃহস্পতিবার

# লিটল ম্যাগাজিন মেলায় রেকর্ড ৮০০ কবি-লেখকের মহাসম্মেলন

**প্রতিবেদন :** শুরু হল সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলা। বুধবার একতারা মুক্তমঞ্চে উৎসবের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, তথ্য সংস্কৃতি দফতরের প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় এবং কবি প্রসূন ভৌমিক।

এবারের মেলায় ৪৬০টি লিটল ম্যাগাজিনের সম্ভার থাকবে। এছাড়াও সাতশোর বেশি কবি-সাহিত্যিকদের সম্মেলন হবে। বরেণ্য সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় প্রদর্শনীও হবে। প্রতিদিন দুপুর দুটো থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত চলবে প্রদর্শনী।

এবারে সাহিত্য উৎসব লিটল ম্যাগাজিন মেলা উপলক্ষে শীর্ষ পংক্তি হয়েছে সুকুমার রায়ের কবিতার লাইন 'সৃষ্টি ছাড়া নিয়ম হারা হিসাবহীন'। কবিতা পাঠের আসরে অংশ নেবেন ৬১২ জন কবি। ১৪৪ জন গদ্যকার গদ্যের জন্মকথা বিষয়ক আলোচনা করবেন। আয়োজন করা হয়েছে ১০টি আলোচনাসভা ও সাহিত্য আড্ডার। ৮জন নবীন-প্রবীণ গল্পকারের গল্প পাঠ করবেন বাচিক শিল্পীরা। সব মিলিয়ে প্রায় ৮০০ কবি-সাহিত্যিক-লেখক অংশ নেবেন। অনুষ্ঠান চলবে একতারা মুক্তমঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘর, জীবনানন্দ সভাঘর এবং অবনীন্দ্র সভাঘরে। অর্পণ করা হবে ১২টি সাহিত্য সম্মাননা।

■ বুধবার রবীন্দ্রসদন চত্বরে একতরা মুক্তমঞ্চে সাহিত্য উৎসব ও লিটল ম্যাগাজিন মেলার উদ্বোধনে ব্রাত্য বসু, ইন্দ্রনীল সেন, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়-সহ অন্যরা। — শুভেন্দু চৌধুরী

# বইমেলা উপলক্ষে দুশো বিশেষ বাস নামাচ্ছে রাজ্য পরিবহণ দফতর

**প্রতিবেদন :** কলকাতা বইমেলা উপলক্ষে এবারে ২০০ বিশেষ বাস রাস্তায় নামাচ্ছে রাজ্য পরিবহণ দফতর। পাশাপাশি থাকছে বিশেষ অ্যাপ ক্যাব পরিষেবাও। বেলা ৩টে থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে এই বিশেষ পরিবহণ পরিষেবা। এর চূড়ান্ত রূপরেখা স্থির করতে বুধবার এক জরুরি বৈঠক ডাকেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন বইমেলার আয়োজক বুকসেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদক সুধাংশুশেখর দে, পরিবহণ সচিব সৌমিত্র মোহন এবং বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা। বৈঠকের পরে পরিবহনমন্ত্রী জানালেন, হাওড়া, শিয়ালদহ, বারাসত, ডানকুনি-সহ শহর এবং শহরতলির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে মিলবে বিশেষ বাস। করুণাময়ী বাসস্ট্যান্ডে থাকবে ফেরার পর্যাপ্ত বাস। এবারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে অটোর উপরে। পর্যপ্ত সংখ্যার অটো তো থাকছেই, সেইসঙ্গে সুনির্দিষ্ট ভাড়াও স্থির করে দিচ্ছে সরকার। গতবারে ভাড়া নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এবারে যাতে তার পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য নেওয়া হচ্ছে আগাম ব্যবস্থা।

■ সাংবাদিক বৈঠকে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

# ছবি যখন সামনে জেরা করা হোক গদ্দারকে

**প্রতিবেদন :** ছবি যখন সামনে এসেছে, গদ্দারকে কেন জেরা করা হবে না। সোজাসাপ্টা প্রশ্ন তৃণমূলের। বুধবার গদ্দার অধিকারীকে পাল্টা জবাবে তৃণমূল মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, ছবি থেকেই স্পষ্ট গদ্দারের সঙ্গে শাহজাহানের যোগাযোগ ও হৃদ্যতা ছিল। একটি অভিযোগ তো সামনেই এসেছে, তাঁকে বিজেপিতে যাওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিল শুভেন্দু। দলবদল না করায় ইডিকে দিয়ে ভয় দেখিয়েছে। তল্লাশি হয়েছে। তাই এ বিষয়ে জানতে শুভেন্দুকে 'জেরা' করা উচিত বলেই মনে করেন তিনি। কেন তদন্তকারীরা শুভেন্দু অধিকারীর কাছে যাচ্ছে না, তার জবাব চান। এ প্রসঙ্গে তিনি অমিত মালব্যকেও একহাত নেন। তাঁকে পরামর্শ দেন, গদ্দার অধিকারীর সঙ্গে শাহজাহান শেখের ছবি ট্যুইট করার।

# মধ্যমগ্রামে শুরু উত্তরণ ২০২৪

**সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা :** ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস, যুব তৃণমূল ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদ তথা টিএমসিপির যৌথ উদ্যোগে শুরু হল উত্তরণ ২০২৪। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন, বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, মধ্যমগ্রাম শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ নন্দী-সহ অন্যান্যরা। মধ্যমগ্রাম শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দেবদূত রায় জানান, নিত্যদিনের কর্মসূচিতে থাকছে ফুটবল প্রতিযোগিতা, রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির। ২০২৩ সালের মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রী সংবর্ধনা, ২০২৪ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান, বিবেকানন্দের জন্মদিন, প্রজাতির দিবস পালন-সহ নানান কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। গোটা অনুষ্ঠানটি চলবে আগামী ৩০ তারিখ পর্যন্ত। অনুষ্ঠান ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিল উৎসাহ তুঙ্গে।

# এক ব্যক্তিকে অপহরণের চেষ্টা ভুলস্থুল করল আদালত চত্বরে

**প্রতিবেদন :** জামিন নিতে এসে আদালত চত্বর থেকে মারধর করে অপহরণ করার অভিযোগ এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনায় দ্রুত অপহৃতের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করে বাঁশদ্রোণী থানার পুলিশ। যদিও অপহৃতের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত আদালতের সব কাজ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন বিচারক।

বাঁশদ্রোণীর এক দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদ মামলায় স্ত্রীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন স্বামী। মামলায় স্ত্রী ছাড়াও দু'জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। সেই মামলায় মঙ্গলবার আলিপুর আদালতে জামিনের আবেদন করতে আসেন স্ত্রী ও এক ব্যক্তি। কিন্তু জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হওয়ায় মঙ্গলবার জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। এরপরই আদালত চত্বরে অভিযোগকারী স্বামী ও তার সঙ্গীরা ওই ব্যক্তির ওপর চড়াও হয়। তাঁকে মারধর ও অপহরণ করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। ঘটনার জেরে আলিপুর আদালতের বিচারক নির্দেশ দেন যতক্ষণ না পুলিশ অপহৃতকে খুঁজে আনবে ততক্ষণ খোলা থাকবে আদালত। অন্যদিকে বার অ্যাসোসিয়েশন মঙ্গলবার কোনও জামিনের মামলা নিয়ে আদালতে দাঁড়াবে না বলে ঘোষণা করে।

# সোশ্যাল মিডিয়া সেলের হাতিয়ার জন কি বাত

**প্রতিবেদন :** যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজনৈতিক দলগুলিও ক্রমশ কর্পোরেট হয়ে উঠছে। বিশেষ করে গত কয়েক বছরে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারে কর্পোরেটের ছোঁয়া। এক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়াকে অন্যতম হাতিয়ার করছে রাজনৈতিক দলগুলি। ব্যতিক্রম নয় রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। বেশ কয়েক বছর ধরে সোশ্যাল মিডিয়াকে হাতিয়ার করে অনেক সাফল্য এসেছে ঘাসফুল শিবিরে। যুবনেতা দেবাংশু ভট্টাচার্যর নেতৃত্বে নতুন করে তৈরি করা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া সেল। সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করে বিজেপি-সহ বিরোধীদের মোক্ষম জবাব দিতে দেখা যায় তৃণমূলকে।

প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত'-এর পাল্টা এবার 'জন কি বাত' নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে

পড়ছে সেই বাহিনী। জানা গিয়েছে, একাধিক ইস্যুতে উন্নয়ন থেকে শত যোজন দূরে থেকেও আত্মপ্রচারের কাজেই রাজকোষের ভূরি ভূরি অর্থ ও সময় ব্যয় করছে মোদি সরকার। মোদির এই আত্মপ্রচারের পিছনে ধর্মের গিমিক। অথচ দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে, বেড়েছে দুর্নীতি, দেশ জুড়ে অনুন্নয়নের ছোঁয়া, বেকারত্ব, হিংসা, নারী নির্যাতনের মতো ভয়াবহ ঘটনা এখন রোজনামচা। কিন্তু সাধারণ মানুষ অর্থাৎ জনতার দাবি, তাঁদের মনের কথা, সমস্যার কথা শুনছে না মোদি সরকার। সোশ্যাল মিডিয়ায় এবার এই ঘটনাগুলি তুলে ধরতে চাইছে তৃণমূল। তারই পোশাকি নাম 'জন কি বাত'। 'জন কি বাত' নিয়ে একটি প্রচারমূলক থ্রিডি ভিডিও বানানো হয়েছে। যেখানে নরেন্দ্র মোদির কণ্ঠস্বর নকল করেই বলা হচ্ছে, 'মন কি বাত অনেক হয়েছে, এবার হবে জন কি বাত।' দলের এক্স হ্যান্ডেলে আরও লেখা হয়েছে, 'গত ১০ বছর ধরে আমরা প্রধানমন্ত্রীর অনেক মনের কথা শুনেছি, অনেক মনের কথা জেনেছি! আর নয়! এবার সত্যিটা সামনে আনার সময় হয়ে গিয়েছে! মানুষের কথা বলার সময় এসে গিয়েছে!'

# ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে খুনে অভিযুক্ত ৪

**প্রতিবেদন :** খাস কলকাতায় ভরদুপুরে ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে খুন। ৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হল থানায়। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশিতে নেমেছে পুলিশ। আতঙ্কে ঘরছাড়া মৃতের পরিবার। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম সাদেক খান। অভিযোগ, গত রবিবার দুপুরে তিলজলার তপসিয়া রোডে পুরনো পাড়াতেই রীতিমতো রাস্তায় ফেলে তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। শেষে থানার খবর দেয় পরিবার। সাদেককে উদ্ধার করে চিত্তরঞ্জন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। এরপর অবস্থার অবনতি হলে, তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় নার্সিংহোমে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। বুধবার সন্ধ্যায় মৃত্যু হয় সাদেকের।

# সম্পাদকীয়

11 January, 2024 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

## যথার্থ

কলকাতা হাইকোর্টের দুই বিচারপতি নিয়ম করে প্রতিদিনই প্রায় খবরের শীর্ষে থাকছেন। বিচারের সিদ্ধান্ত নিয়ে যদি খবর হত তাহলে এই লেখার অবতারণা করতে হত না। দুই বিচারপতিই বিচার কাজের মাঝে পর্যবেক্ষণের ভঙ্গিতে বেশ কিছু মন্তব্য করছেন। মন্তব্য মূলত শাসক দলকে লক্ষ্য করে, শাসক দলের নেতাদের লক্ষ্য করে। বক্তব্য শুনলেই বোঝা যায়, বিচারপতি যত না আইন নিয়ে কথা বলছেন, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কথা। দুই বিচারপতিই কোনও একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ভাবধারায় বিশ্বাস করতেই পারেন। কিন্তু বিচার ব্যবস্থার এটাই সহবত, বিচারপতি চেয়ারে থাকাকালীন অথবা তাঁর চাকরির সময়কালে কোনও রাজনৈতিক পরিমণ্ডল কিংবা রাজনৈতিক বিবৃতি থেকে দূরে থাকেন। কারণ একটাই, মানুষের শেষ ভরসাস্থল আদালত। এখনও দু'জনের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হলে একজন অপরজনকে বলে থাকে, আমি তোমাকে কোর্টে বুঝে নেব। অর্থাৎ, আদালত শুধু শেষ ভরসা নয়, মানুষের এখনও বিশ্বাস, আদালতে গেলে ন্যায় মিলবে। কিন্তু সেই বিচারপতিরাই যদি কোনও একটি রাজনৈতিক দলের হয়ে কথা অথবা একটি রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তখন মানুষের মধ্যে ধারণা তৈরি হয় যে, বিচারপতি রায় দিতে গিয়ে বোধহয় এই নিজস্ব রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভাবধারায় প্রভাবিত হবেন। যে কারণে, কলকাতা হাইকোর্টের দুই বিচারপতিকে ঘিরে এই ধারণা ক্রমশ দৃঢ় হচ্ছে। এর পিছনে তথ্যগত কারণও আছে। দুই বিচারপতি যে যে সিদ্ধান্ত বিচারপতির চেয়ারে বসে দিচ্ছেন, বহু সিদ্ধান্ত ডিভিশন বেঞ্চে গিয়ে খারিজ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক এই কারণেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই বিচারপতির এজলাস থেকে শুধু মামলা সরানোর আর্জি জানিয়েছেন তাই নয়, চেয়ারে থাকাকালীন দুই বিচারপতির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্য বন্ধেরও আর্জি জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টে। যথার্থ। যথোচিত।

## e-mail থেকে চিঠি

### শ্রদ্ধার্ঘ্য নিয়ে বিতর্ক অহেতুক

■ ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের ৭৬,১২০ জন প্রবীণ নাগরিককে বার্ধক্য ভাতা দিয়েছেন স্থানীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'শ্রদ্ধার্ঘ্য' নামে ওই কর্মসূচির সূত্রপাত হয়েছে ৭ জানুয়ারি। তারপর থেকেই ভীমরবে আসরে নেমে পড়েছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য থেকে রাজ্য বিজেপির একাধিক নেতা, এই বার্ধক্য ভাতা প্রদানের টাকার উৎস নিয়ে বাঁকা প্রশ্ন তুলেছেন। বিষয়টি ইডি, সিবিআই ও আয়কর বিভাগের কাছেও তুলে ধরেছেন তাঁরা। কিন্তু তাঁরা ভুলে গিয়েছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে পদ্ধতিতে বার্ধক্য ভাতা দিয়েছেন সেটা সম্পূর্ণ চেকের মাধ্যমে এবং ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে। ফলে, এই আয়করকে চিঠি দিলাম, কালো টাকা সাদা করা হচ্ছে, এই ধরনের কুৎসামূলক যে কথাগুলো সেগুলো কোথাও ধোপে টিকছে না। এঁর ওঁর বাড়িতে না ঢুকে ইডি আগে অধিকারী প্রাইভেট লিমিটেডের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে পারে। ডায়মন্ড হারবারকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় 'মডেল' লোকসভা হিসেবে গড়ে তুলছেন এবং বাংলাকেও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সেইমতো। এতে বিজেপির এত জ্বালা কেন? নিজের এলাকার মানুষের পাশে থাকাই একজন ভাল সাংসদের কাজ। অভিষেক তো সেটাই করেছেন। অন্যদিকে, অভিষেকের শুভপ্রয়াসের স্রেফ অপব্যাখ্যা করছে বিজেপি। তৃণমূলের ১৬,৩৮০ জন স্বেচ্ছাসেবক ৭৬,১২০ জন প্রবীণ নাগরিককে বার্ধক্য ভাতা পৌঁছে দেওয়ার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ফলে ইডি, সিবিআই, আয়কর প্রভৃতি জুজু দেখিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটকানো যাবে না। ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা, গ্রাম সড়ক যোজনা-সহ কয়েকটি প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের প্রাপ্য ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকার বেশি। প্রাপ্য আদায়ে দিল্লিতে গিয়েও আন্দোলন করেছেন অভিষেক। বাংলার মানুষের স্বার্থে বিজেপি নেতাদের কোনও উদ্যোগ নেই। এদের ঘাড় ধরে বিদায় করতে না পারলে দেশ বাঁচবে না, গরিব বাঁচবে না।

— **জয়ন্ত চক্রবর্তী, রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৪**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

# ফের শুরু ক্যা ক্যা-র কা কা রব

**একেবারে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা কুমির আর শেয়ালের গল্পে শেয়ালের একই কুমিরছানা বারবার দেখানোর কাহিনি। আর সেই সূত্রে সুকুমার রায়ের পাগলা দাশুর মতো নাটকে পাট শেষ হলেও ফিরে ফিরে আসা। বিজেপির নাগরিকত্ব নিয়ে হইচইয়ের সঙ্গে দুটি কাহিনির অদ্ভুত মিল। কেন? সেটা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিলেন শমিত ঘোষ**

আবার সে এসেছে ফিরিয়া। শীত এলেই যেমন পরিযায়ী পাখি আসে। এবঙ্গে ভোট এলে যেমন সিবিআই-ইডি আসে, তেমনি ফি বছর 'সিএএ' চালুর খবরও দিল্লি থেকে আসা বিজেপি নেতারা ভাসিয়ে দেন। গত কয়েক বছর যাবৎ এই এক নাট্য এখন চর্বিত চর্বণে পরিণত হয়েছে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে সংসদে পাশ হওয়া ইস্তক সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই আইনের প্রতিবাদ করে গেছেন। এই প্রতিবাদের প্রথম কারণ, এই আইন ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়াকে মান্যতা দেয়। যা ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোর বিপ্রতীপে অবস্থান। পাকিস্তান বাংলাদেশ বা নেপাল-সহ ভারতের প্রতিবেশী যেকোনও দেশ থেকে শরণার্থী হিসেবে আসা হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ-সহ যে কোনও ধর্মালম্বী মানুষকেই নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে এই আইনে। বাদ কেবল মুসলিমরা। ধর্মনিরপেক্ষ একটি দেশে কেন, এভাবে একটি সম্প্রদায়ের মানুষকে ব্রাত্য করে রাখা হবে তা নিয়ে বরাবর প্রশ্ন তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দেশের বৃহত্তর অংশের শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। যার কোনও সদুত্তর কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দিতে তো পারেইনি উলটে এদেশে থাকা কোটি কোটি মুসলমান সমাজের মানুষদের প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে সিএএ অথবা এনআরসি করে দেশ থেকে বিতাড়িত করার ডাক দিয়েছেন বহু বিজেপি নেতারা!

তৃণমূল কংগ্রেস প্রথম থেকেই সরব, যে নাগরিকত্বের কথা বলা হচ্ছে, তাতে নতুন করে কী কী পাবে এদেশের মতুয়া বা পূর্ববঙ্গ থেকে আসা পরিবাররা? কারণ, একজন ভারতবর্ষের নাগরিক যা যা সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন, তার প্রত্যেকটিই বাংলার মতুয়া সমাজ পেয়ে থাকে। একই সঙ্গে তাদের বৈধ আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ডও আছে! প্রশ্ন উঠছে, যদি মতুয়ারা ভারতের নাগরিকই না হন, তাহলে তাদের ভোটে নির্বাচিত শান্তনু ঠাকুর কী করে দেশের আইনসভার সদস্য হয়ে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হন? তাহলে তো শান্তনু ঠাকুরের নির্বাচনটাও অবৈধ! এই পুরোনো প্রশ্নগুলো ফের একবার মাথাচাড়া দিচ্ছে, কারণ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গত ডিসেম্বরে কলকাতায় এসে সভা করে বলে গেছেন, সিএএ দ্রুত চালু হবে। আর তারপরেই নয়া বছরেও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার নাকি সিএএ তথা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের ধারা প্রস্তুত করে ফেলেছে, এবং খুব দ্রুতই অনলাইনে নাগরিকত্বর জন্য আবেদন করা যাবে। মজাটা এই জায়গাতেই। গত ৫-৬ বছর ধরে নির্বাচন এলেই বিজেপি এই নাগরিকত্ব দেওয়ার একটি 'ললিপপ' দেশের এক শ্রেণির মানুষের সামনে ঝুলিয়ে দেয়! বিশেষত বাংলার মতুয়া সমাজকে এই নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলে একের পর এক ভোটে প্রতারিত করে চলেছে বিজেপি। মনে রাখা দরকার, ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে দেশ জুড়ে প্রবল বির্তকের মধ্যেও নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সংসদে পেশ করে নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহরা। রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পর যে বিল আইনে পরিণত হয়! অথচ গত চার বছর কেটে গেলেও এই আইনের ধারা তৈরি করেনি নরেন্দ্র মোদি সরকার। শুধু ৬ মাস বাদে বাদে 'এক্সটেনশন' করে গেছে। এখন ঠিক লোকসভা নির্বাচনের দু মাস আগে হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যে আইনের ধারা প্রস্তুত। এবার নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করা যাবে। এবার যদি ধরেও নিই যে আগামী একমাসের মধ্যে নাগরিকত্বের আবেদন শুরু করা হবে, তবুও কোনও মতেই এত বিপুল সংখ্যক আবেদনকে পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই করে কমপক্ষে বছরখানেকের আগে সমস্ত আবেদনকারীর হাতে নাগরিকত্ব তুলে দেওয়া সম্ভব নয়! অর্থাৎ, ঠিক লোকসভা নির্বাচনের আগে বিশেষত বাংলার মতুয়া এবং ওপার বাংলা থেকে আসা নাগরিকদের কাছে আবারও 'নাগরিকত্বে'র ললিপপ দেখিয়ে কার্যত ভোট চাইতে যাবে বিজেপি! বিজেপির মনোভাব খুব স্পষ্ট, আগে তোমরা ভোট দাও তারপর নাগরিকত্ব দেব! অথচ আমরা যতদূর জানি, কোনও একটি দেশের নাগরিক না হলে সেই দেশের নির্বাচনে অংশ বা ভোটাধিকার প্রয়োগই করা যায় না! কিন্তু তারপরেও, এই নাগরিকত্ব বা সিএএ নামক খুড়োর কল দেখিয়ে বিজেপি প্রতিবার বাংলার মতুয়া সমাজকে প্রতারিত করে!

এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের আরও একটি দিক রয়েছে, যা বাংলা তথা ভারতের মূলত আসামের হিন্দু বাঙালিদের জন্য বিপজ্জনক। এই আইনে বলা হচ্ছে, প্রতিবেশী কোনও দেশ থেকে ধর্মীয় হানাহানি বা হিংসার স্বীকার হয়ে শরণার্থী হিসেবে এদেশে আশ্রয় নিয়েছেন। তাই আপনার নাগরিকত্ব চাই। এবার সরকার মনে করলে আপনাকে নাগরিকত্ব দেবে। অথচ আপনার রেশন আধার প্যান সবরকম কার্ডই আছে। আপনি ভোটও দিতেন। অথচ আপনি এতদিন নাগরিকই ছিলেন না! অনলাইনে (এখনও অবধি যা জানা যাচ্ছে, তাতে নাকি অনলাইনেই সব তথ্য আপলোড করতে হবে) সমস্ত তথ্য তুলে ধরার পর, সংশ্লিষ্ট দপ্তর যদি মনে করে যে আপনি সঠিক তথ্য দিয়েছেন তবেই আপনি নাগরিকত্ব পাবেন! আর যদি না পান? তখন? কারণ, আপনি যখন আবেদন করছেন, তখনই নিজেকে এদেশের নাগরিক হিসেবে নয় বরং 'শরণার্থী' হিসেবে নিজেই ঘোষণা করছেন! তখন কি আপনাকে 'ডি-ভোটার' বলে চিহ্নিত করবে রাষ্ট্র? 'ডি-ভোটার' অর্থাৎ ডাউটফুল ভোটার। মানে আপনি রাষ্ট্রের জন্য সন্দেহজনক! এরপর আপনার স্থান কোথায় হবে? ডিটেনশন ক্যাম্পে। মনে রাখতে হবে, অমিত শাহ বহু আগেই আমাদের 'ক্রনোলজি' মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। সিএএ চালু হলে এনআরসিও হবে। আজ না হোক কাল হবেই। তখন কী হবে? অসমে এনআরসি-র পরে কিন্তু শুধু মুসলমানদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠায়নি বিজেপি সরকার। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাঙালিকেও 'বিদেশি' বলে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়েছে সেখানকার বিজেপি সরকার! ঠিক এই আশঙ্কার জায়গাগুলো থেকেই এই আইন নিয়ে প্রথম থেকে আপত্তি তৃণমূল কংগ্রেসের। যে কারণে ২০১৯ থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাগরিকত্ব আইনকেই 'ভুয়ো' বলে আসছেন।

২০২৪-এর লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে পরিযায়ী নেতারা যেমন বাংলায় আসছেন, তেমনিই তাদের সিএএ নিয়ে ঢক্কানিনাদও পুনরায় শুরু হয়েছে। কিন্তু ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে এবং ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাংলার মতুয়া সমাজের একাংশ বিজেপির পরিযায়ী নেতাদের কথায় প্রভাবিত হয়ে যেভাবে নাগরিকত্ব ইস্যুতে প্রতারিত হয়েছিলেন, সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এখন থেকেই বাংলার গোটা মতুয়া সমাজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে তাঁরা আগামীদিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই থাকবেন। কারণ, এই ভুয়ো নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন আসলে বাংলার মতুয়া সমাজকে তাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে অশান্তি ডেকে আনার কৌশল! এই নাগরিকত্ব আইন দেখিয়ে হয়তো দুয়েকজন নিজেদের রাজনৈতিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু মতুয়া সমাজের লক্ষ লক্ষ মা-ভাই-বোনেদের জীবন দুর্বিষহ করে দেওয়ার কল এই আইন। কারণ, এই গোটা প্রক্রিয়াটিই অত্যন্ত জটিল এবং বিলম্বিত। বরং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে বাংলায় রাজ্যের প্রতিটি জাতির মতো মতুয়া সমাজের প্রতিটি নাগরিকও রাজ্য সরকারের প্রতিটি সরকারি প্রকল্পের আওতাধীন রয়েছেন। হরিচাঁদ ঠাকুর গুরুচাঁদ ঠাকুরের নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঠাকুর বাড়ির উন্নয়ন বা মতুয়া সমাজের উন্নয়নের জন্য বিশেষ উন্নয়ন পর্ষদ গঠন মতুয়া সমাজকে দু-হাত উজাড় করে দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাই লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে, নাগরিকত্ব আইন নিয়ে হাওয়া তুলে বাংলায় বিভাজনের রাজনীতি করার বা পূর্ববঙ্গ থেকে আসা নাগরিকদের ফের একবার প্রতারিত করার যে রণকৌশল বিজেপি নিয়েছে, সেই চক্রান্ত এবার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে বলেই বিশ্বাস! কারণ, বাংলার মানুষ বিজেপির এই খুড়োর কল (পড়ুন বিজেপির চক্রান্তের কল) ধরে ফেলেছে! বাংলা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন নয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের বাণীকেই ছড়িয়ে দিতে হবে গোটা দেশে। ধ্বনিত হবে,

'অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা।'

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইলেক্ট্রিক্যাল ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের রক্তদান শিবিরে নারায়ণ গোস্বামী



## জরুরি ভিত্তিতে হৃদরোগীদের বাঁচাতে উদ্যোগ স্বাস্থ্য দফতরের

# ৮ মেডিক্যাল কলেজে টেলি মেডিসিন

**প্রতিবেদন :** স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগে আদর্শ চিকিৎসাবিধি। হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের জরুরি ভিত্তিতে টেলি মেডিসিনের মাধ্যমে জীবনদায়ী চিকিৎসা পরিষেবা দিতে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর আদর্শ চিকিৎসা বিধি সম্বলিত 'এসওপি' তৈরি করেছে। সব সরকারি হাসপাতাল এবং জেলা ও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

বিধিতে বলা হয়েছে, আক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী এক ঘন্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ব্লক, মহকুমা বা জেলাস্তরের হাসপাতাল থেকে রেফার হয়ে শহরের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আসতেই অনেকটা সময় কেটে যায়। ফলে, অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না পেয়ে রোগীর প্রাণের ঝুঁকি তৈরি হয়। তা কাটাতেই ব্লক স্তরের হাসপাতালে হৃদরোগের চিকিৎসায় টেলি-কার্ডিওলজি পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের বিশদে জানানো

হয়েছে, বুকে ব্যথা নিয়ে কোনও রোগী এলে প্রথমেই তাঁর ইসিজি ও ট্রোপোনিন-টি পরীক্ষার পাশাপাশি বুকের এক্স রে করতে হবে। তার পরে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে নির্ধারিত চিকিৎসা শুরু করতে হবে। রোগীর যদি আগে কখনও ব্রেন স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে কিংবা রোগী যদি কোনও কারণে রক্ত পাতলা করার ওষুধ খান, তা হলে কোন ডোজ়ে, কোন ওষুধ প্রথমে দিতে হবে, তা-ও এসওপি-তে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, ওই চিকিৎসা শুরুর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট হাসপাতালটি যে মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে যুক্ত, সেখানে বিশদে জানাতে হবে। যাতে সেখান থেকে টেলি-মেডিসিন পরিষেবার মাধ্যমে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারেন।

এই ব্যবস্থায় রাজ্যের আটটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ পৌঁছে যাবে জেলার ছোট মাপের হাসপাতালগুলিতে। কিন্তু সেই পরামর্শ পাওয়ার আগে ওই হাসপাতালে আসা হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা শুরু হতে যাতে কোনও রকম বিলম্ব না হয় তার জন্য এই ব্যবস্থা নিল স্বাস্থ্য দফতর। এমনিতেই শীতকালে হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সেই জন্য চিকিৎসার প্রাথমিক প্রস্তুতিতে যাতে কোনও খামতি না থাকে, সে দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে জেলার হাসপাতালেই প্রথমে চিকিৎসা শুরু করে দেওয়া হবে। তার পরে তা দেখে বিশেষজ্ঞেরা পরবর্তী পরামর্শ দেবেন।

# সংখ্যালঘু ছেলেমেয়েদের মানোন্নয়নে উদ্যোগী মুখ্যমন্ত্রী

■ বুধবার বারাসত কাছারি ময়দানে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে মন্ত্রী তাজমুল হোসেন-সহ অন্যরা।

**সংবাদদাতা, বারাসত :** মুখ্যমন্ত্রী খেলাধুলা, পড়াশুনা, সাংস্কৃতিক পরিবেশ-সহ সর্বক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের যেভাবে উন্নয়ন করছেন, তা নজিরবিহীন। তাঁর নির্দেশেই আমরা কাজ করছি। বুধবার বারাসত কাছারি ময়দানে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৩-২০২৪-এর উদ্বোধনে এসে এমনই মন্তব্য করেন সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা বিষয়কমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। প্রতিযোগিতার অন্যতম উদ্যোক্তা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদকে অভিনন্দন জানান তিনি। উত্তরোত্তর এ ধরনের উদ্যোগ আরও বৃদ্ধি পাবে রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর কল্যাণে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন, রাজ্যের এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন মাদ্রাসাগুলিতে জঙ্গি কার্যকলাপ হয়। রাজ্যে পালাবদলের পর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসে মাদ্রাসা শিক্ষার অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছেন। মাদ্রাসা শিক্ষার মান ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। এদিন একেএম ফারহাদ জানান, ১৪তম জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জেলার ৯৪টি মাদ্রাসার ৪টি বিভাগের ৬১ ইভেন্টে ৭৫০ ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে যারা প্রথম হবেন তারা আগামী ১৫-১৭ জানুয়ারি মালদহ ও মুর্শিদাবাদে রাজ্যস্তরে প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন। তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর আনুকুল্যে মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খেলাধুলার প্রবণতা বেড়েছে। বিশেষ করে ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ বেড়েছে। মন্ত্রী ও কর্মাধ্যক্ষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক শরদকুমার দ্বিবেদী, সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক শাহাজী, নিমাই ঘোষ, সুনীল মুখোপাধ্যায়, মাদ্রাসা বোর্ডের উপসচিব আজিজার রহমান প্রমুখ।

# যাদবপুরকে ৫ কোটি রাজ্যের

**প্রতিবেদন:** যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অবস্থান নিয়ে বিতর্ক জারি রয়েছে। রাজ্যপালের তরফ থেকে উপাচার্যের পদ থেকে বুদ্ধদেব সাউকে বরখাস্তের নির্দেশিকা আসে। আবার রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পাল্টা মেয়াদ বাড়ানোর নির্দেশিকা আসে। এরমধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ৫ কোটি ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ১৩৬ টাকা অর্থ বরাদ্দ করল রাজ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসুকে চিঠি দিয়ে জানাল রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর। চিঠিতে জানানো হয়েছে, ২০২৩ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত অর্থবর্ষে 'এ' থেকে 'ডি' মিলিয়ে ৪টি ব্লকের হস্টেলকে সংস্কার করার জন্য এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

# আগুনে পুড়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

**প্রতিবেদন :** নিউটাউনের শুলংগুড়ি কলোনিতে আগুনে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। বৃদ্ধাকে বাঁচাকে গিয়ে গুরুতর জখম হয়েছেন তাঁর ছেলে। মৃতার নাম ভবানী মণ্ডল (৫৮)। ছেলে বিভাস মণ্ডল (২৬) আপাতত গুরুতর জখম অবস্থায় আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাড়িতে মার সঙ্গেই থাকতেন বিভাস। বুধবার সকালেই দেখা যায় দাউদাউ করে জ্বলছে বাড়ি। আগুনের আঁচে ঘুম ভেঙে যায় ছেলের। পাশের ঘরেই ছিলেন বৃদ্ধা মা। গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হন তিনি। দু'জনকে আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা ভবানী মণ্ডলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দমকলের দুটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে এই অগ্নিকাণ্ড।

# পুলিশের জালে ঋণদানকারী সংস্থার পলাতক ম্যানেজার

**সংবাদদাতা, হুগলি :** একটি ফোনই ধরিয়ে দিল অভিযুক্ত ম্যানেজারকে। সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ করে লকার থেকে সোনা চুরি করে পালিয়েছিলেন বেসরকারি স্বর্ণ ঋণ প্রদানকারী সংস্থার ম্যানেজার। দিঘা থেকে তাঁকে হাতেনাতে ধরল উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, অডিটে গরমিল ধরা পরায় উত্তরপাড়ার জে কে স্ট্রিটের একটি স্বর্ণ ঋণ প্রদানকারী সংস্থার ম্যানেজারের বিরুদ্ধে গত ২৯ ডিসেম্বর উত্তরপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ, কোটি টাকার সোনার হিসাব মিলছে না। এরপর থেকে অভিযুক্ত সঞ্জীব দত্ত পলাতক ছিলেন। মোবাইলটিও বন্ধ ছিল। কিন্তু সেই মোবাইলের একটি কলের সূত্র ধরে ক্লু পাওয়া যায়। ম্যানেজার দিঘায় হোটেলে আছে জানা যায়। এরপরই উত্তরপাড়া পুলিশ একটি টিম গঠন করে দিঘার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এরপর দীঘার একাধিক হোটেলে তল্লাশি চালিয়ে বুধবার সকালে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

# সাইলেন্স নামকরণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং, উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী অরূপ রায়

**সংবাদদাতা, হাওড়া :** প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিনের। মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে দ্রুত পূরণ হল হাওড়াবাসীর সেই চাহিদা। এবার হাওড়াতে মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য চালু হল অত্যাধুনিক মৃতদেহ সংরক্ষণাগার 'সাইলেন্স'। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং এই মৃতদেহ সংরক্ষণ কেন্দ্রের নাম রেখেছেন 'সাইলেন্স'। বুধবার এই শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত মৃতদেহ সংরক্ষণ কেন্দ্রটির সূচনা করলেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন মন্ত্রী অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক গৌতম চৌধুরি, হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী-সহ আরও অনেকে। প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গড়ে ওঠা এই মৃতদেহ সংরক্ষণ কেন্দ্র 'সাইলেন্সে' ১০টি মৃতদেহ একসঙ্গে সংরক্ষণ করে রাখা যাবে। সত্যবালা আইডি হাসপাতালের কাছে গড়ে ওঠা

## প্রথম মৃতদেহ সংরক্ষণ কেন্দ্র হাওড়ায়

■ মৃতদেহ সংরক্ষণ কেন্দ্র দেখছেন মন্ত্রী অরূপ রায়।

এই মৃতদেহ সংরক্ষণ কেন্দ্রটি হাওড়া পুরসভা পরিচালনা করবে। কেউ এখানে সংরক্ষণ করে রাখতে চাইলে ৯১৬৩৬-২৬৩৫০— এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে। হাওড়া পুরসভার ওয়েবসাইটেও এই মোবাইল নাম্বারটি দেওয়া আছে। এই মৃতদেহ সংরক্ষণ কেন্দ্রের সূচনা করে মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, এর ফলে হাওড়ার বাসিন্দাদের খুবই সুবিধা হবে। শহরের অনেকের ছেলেমেয়েরা বিদেশে থাকেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের ফিরে আসা অবধি নিকটাত্মীয়দের দেহ এখানে সংরক্ষণ করে রাখতে পারা যাবে। এতদিন হাওড়ায় এই সুবিধা ছিল না। ফলে প্রয়োজনে দেহ সংরক্ষণে খুবই অসুবিধা হত। এখন থেকে আর এই সমস্যা থাকবে না। হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মৃতদেহ সংরক্ষণ কেন্দ্রের নাম দিয়েছেন 'সাইলেন্স'। এইচআইটি এটি তৈরি করে হাওড়া পুরসভাকে হস্তান্তর করে দিয়েছিল। পুরসভাই এটি পরিচালনা করবে। এদিন থেকেই এটি পুরোদমে চালু হয়ে গেল।

# নাবালিকা ধর্ষণে ১০ বছরের জেল

**সংবাদদাতা, হুগলি :** মানসিক ভারসাম্যহীন নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হল দোষী সাব্যস্তকে। চুঁচুড়ার পকসো কোর্টের বিচারক অরুন্ধতী ভট্টাচার্য চক্রবর্তী বুধবার এই নির্দেশ দিয়েছেন। ২০২২ সালের ২৫ মার্চ হুগলির বলাগড় এলাকার এক নাবালিকাকে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে এলাকারই এক বাসিন্দা বিশ্বদেব কুণ্ডু। পরে ওই নাবালিকা বাড়িতে ফিরে পরিবারকে সমস্ত বিষয়টি জানায়। পরিবারের পক্ষ থেকে বলাগড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপর বলাগড় থানার পুলিশ গ্রেফতার করে অভিযুক্তকে।

বুধবার সাতসকালে শহরের সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে মত্ত চালকের দাপাদাপি। প্রথমে একটি ভ্যান চালককে ধাক্কা মারে বিলাসবহুল গাড়িটি। পরে পুলিশ অভিযুক্তকে ধরে ফেলে

## গঙ্গার জলে এবার প্রতিদিন ধুয়েমুছে যাবে মহানগরীর ধুলোর পাহাড়

# শহরবাসীকে ঝকঝকে তিলোত্তমা উপহার পুরসভার

**প্রতিবেদন :** গঙ্গার জলে ধুলোর আস্তরণ মুছে শহরবাসীকে ঝকঝকে পরিষ্কার কলকাতা উপহার দেবে পুরসভা। গাড়িতে করে বিশেষ স্প্রে মেশিনের সাহায্যে গঙ্গার জল দিয়ে শহরের রাস্তাঘাট, গাছপালা, বাগান, গাড়ি থেকে ধুলোর পাহাড় ধুয়েমুছে সাফ করার উদ্যোগ নিয়েছে পুরসভার জল-নিকাশি বিভাগ। এই মুহূর্তে সেই নিয়েই প্রস্তুতি তুঙ্গে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যেই কাজ শুরু হবে। দিনের পর দিন ধোঁয়া ও ধুলোয় ঢেকে ধূসর হয়ে উঠছে কলকাতা। বিশেষ করে শীতকালে শুষ্ক আবহাওয়ার জন্য রাস্তাঘাট ও গাছপালায় মোটা ধুলোর আস্তরণ পড়ে। তার সঙ্গে রয়েছে শহর জুড়ে গাড়ি ও বহুতল নির্মাণের বালি-সিমেন্টের ধূলিকণা। এই পরিস্থিতিতে শহরের সৌন্দর্যায়নের অংশ হিসেবে গঙ্গার জল ব্যবহার করে শহর সাফাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই নিয়ে জল-নিকাশি বিভাগের মেয়র পারিষদ তারক সিং বলেন, মায়ের ঘাট, দইঘাট ও নর্থপোর্ট থেকে পুরসভা যতটা গঙ্গার জল তোলে, সেই জল পুরোপুরি ব্যবহার হয় না। আমি নিজে দইঘাটে গিয়ে দেখে

এসেছি, একদম পরিষ্কার জল। সেই বাড়তি জল দিয়েই শহর ধোয়ানো হবে। এই বিশাল কর্মকাণ্ডকে খুব দ্রুত শুরু করতে চায় পুরসভা। সে জন্য ১৫ বছরের পুরনো বাতিল হয়ে যাওয়া পুরসভার জলের গাড়িগুলির মধ্যে একটিকে ব্যবহার করা হবে বলে জানান মেয়র পারিষদ। করোনাকালে রাস্তাঘাট স্যানিটাইজেশনের জন্য ব্যবহৃত স্প্রে মেশিনের মতো একটি যন্ত্র ওই গাড়ির ছাদে বসিয়ে গোটা শহরের রাস্তাঘাট, গাছপালা ইত্যাদি সাফ করা হবে। তারক সিং জানান, রাতের বেলায় এই কাজ করা হবে। ফলে সকালে উঠে একটা স্বচ্ছ ও নির্মল কলকাতা পাবে শহরবাসী। আপাতত গঙ্গার জল দিয়ে এই কাজ করা হলেও দ্রুত নিকাশি জল পরিশ্রুত করে তা দিয়েই শহর সাফাইয়ের পরিকল্পনা রয়েছে পুরসভার। সে জন্য নিকাশি বিভাগের তরফে আইআইটি খড়্গপুরের পরীক্ষাকেন্দ্রে কলকাতার সাদার্ন অ্যাভিনিউ পাম্প সাম্প, মুকুন্দপুর খাল ও বানতলা লেদার কমপ্লেক্সের নিকাশি জলের পরীক্ষা করানো হয়েছে। মঙ্গলবার সেই পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পেয়েছে নিকাশি বিভাগ। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের কাছে সেই রিপোর্ট জমাও দিয়েছেন মেয়র পারিষদ তারক সিং। আইআইটি খড়্গপুরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকের পর নিকাশি জল পরিশ্রুত করে শহর সাফাইয়ের পদক্ষেপ নেবে কলকাতা পুরসভা।

## দুই মামলা

(প্রথম পাতার পর)

বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে যখন এই একই বিষয় নিয়ে মামলা চলছে তখন বিচারপতি অমৃতা সিনহার এই নির্দেশ সঠিক নয়। বিচারবিভাগীয় পরিকাঠামো এবং বিচারবিভাগীয় আচরণের ক্ষেত্রে এটি সঠিক উদাহরণ নয়। মারাত্মক প্রবণতা। তবে ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, সুজয়কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের নমুনার পরবর্তী প্রক্রিয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। বুধবার সেই মামলার প্রেক্ষিতেই এই নির্দেশ ডিভিশন বেঞ্চের। মামলাটি সম্পর্কে বিচারপতি অমৃতা সিনহাকে সঠিকভাবে অবহিত না করার জন্য ইডি-রও সমালোচনা করেছে আদালত।

## অভিষেকের প্রতি কৃতজ্ঞ ডায়মন্ড হারবারের প্রবীণরা

**প্রতিবেদন :** সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উজাড় করে দিলেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রবীণ নাগরিকরা। এলাকা জুড়ে খুশির হাওয়া। ১০ নভেম্বর কথা দিয়েছিলেন সাংসদ। হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন মানুষের মুখে। ২ মাসের মধ্যে কথা রেখেছেন অভিষেক। সম্প্রতি ৭৬,১২০ জন বয়স্ক নাগরিককে চিহ্নিত করে তাঁদের হাতে বার্ধক্যভাতা তুলে দেওয়া শুরু হয়েছে সাংসদের একান্ত উদ্যোগে। মাসে ১০০০ টাকা, বছরে ১২,০০০ টাকা। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের কথাবার্তায় অভিষেকের প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রতিফলন। এক মহিলা বললেন, আমার তো কেউ নেই। ছেলেপুলে কেউ নেই। আমাকে সাহায্য করার কেউ নেই। টাকাটা পেয়ে খুব উপকার হল। আর এক প্রবীণ মহিলার কথায়, টাকা পেয়ে খুব আনন্দিত আমি। এক বৃদ্ধার প্রতিক্রিয়া, বার্ধক্যভাতা পাচ্ছি এটা খুবই আনন্দের বিষয়। আগে তো কখনও পাইনি। ধন্যবাদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

## সুপ্রিম কোর্টে অভিষেক

(প্রথম পাতার পর)

বিচারাধীন বিষয় নিয়ে বাইরে কথা বলছেন। অভিষেকের আর্জি, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে এই ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিক শীর্ষ আদালত। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূর্ণ বক্তব্যের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নির্দেশ দিক সুপ্রিম কোর্ট। লক্ষণীয়, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের অপসারণ চেয়ে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা সুদীপ রাহা।

## বিজেপিকে দুরমুশ করতে

(প্রথম পাতার পর)

দলীয় শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে সবাইকে। বৈঠক শেষে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বর্ষীয়ান নেতা মানস ভুঁইয়া বলেন, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন, বাংলার বঞ্চনার বিরুদ্ধে, বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বিরুদ্ধে, বাংলার অর্থনীতিকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টার প্রতিবাদে প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি ব্লকে, অঞ্চলে, হাটে-বাজারে আন্দোলন কর্মসূচি গড়ে তুলতে হবে। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া হবে না। লড়াই হবে তীব্র থেকে তীব্রতর। মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে কীভাবে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে ১০০ দিনের কাজের টাকা ও আবাস যোজনার টাকা বিজেপি সরকার আটকে রেখেছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাঁর নবজোয়ার কর্মসূচির অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নেন। নেত্রীও বিজেপির এক একটি জনবিরোধী বিষয়কে তুলে ধরে বুঝিয়ে দেন মিটিংয়ে-মিছিলে কীভাবে এগুলিকে মানুষের সামনে আনতে হবে।

তাই দলকে এখন থেকেই রাস্তায় নামার পরামর্শ দিয়েছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের বৈঠকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সর্বস্তরের নেতা-নেত্রী ও সাংগঠনিক পদাধিকারীদের নেত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ, নিজেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রেখেই এককাট্টা হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ে নামতে হবে। অজিত মাইতি, সাংসদ দেব, বিধায়ক জুন মালিয়া, মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া-সহ জেলার সব বিধায়ক ও সংগঠনের নেতৃত্বকে একে অপরের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সুবিধা মানুষ ঠিকঠাক পাচ্ছেন কি না সেদিকে নজর রাখতে বলেছেন। বিশেষ করে আদিবাসী ও জনজাতি গোষ্ঠী এলাকায় আরও বেশি করে জনসংযোগ করতে বলা হয়েছে।

## জন্মভিটেয় সমাহিত

(প্রথম পাতার পর)

আজ রবীন্দ্রসদনে তাঁর প্রতি জানালাম শেষ শ্রদ্ধা। আমি একজন তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত। তিনি ছিলেন ঈশ্বরপ্রেরিত। ধ্রুপদী সঙ্গীতের জগতে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের গায়কি আজীবন থেকে যাবে আমাদের সঙ্গে। আজ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে গান স্যালুটের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানায় আপামর জনতা। তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি আমি।

এদিন নাকতলার বাড়ি থেকে সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ দেহ নিয়ে আসা হয় রবীন্দ্রসদনে। সেখানেই শ্রদ্ধা জানাতে আসেন স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, ফিরহাদ হাকিম, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ চক্রবর্তী, জুন মালিয়া, মুনমুন সেন, সুজিত বসু, অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন, হৈমন্তী শুক্লা, উষা উত্থুপ, জিৎ গাঙ্গুলি, নগরপাল বিনীত গোয়েল। এদিন গোটা বিষয়টি তদারকি করেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন এবং অরূপ বিশ্বাস। এরপর দুপুর ১.১০ মিনিট নাগাদ দেহ নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর নাকতলার বাড়িতে। জানা গিয়েছে, সেখান থেকে বুধবার রাত ন'টা নাগাদ দেহ নিয়ে যাওয়া হয় উত্তরপ্রদেশের আদি বাড়িতে। সেখানেই সমাহিত করা হয় শিল্পীকে।

রশিদ খানের পরিবারের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। নানা ধরনের গান নিয়ে আলোচনা হত। তাই শিল্পীর শারীরিক পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে খবর পেয়ে জয়নগরের সভা থেকে মঙ্গলবারই ছুটে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাসপাতালে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। ভাবতে পারছি না ও নেই। রশিদ আমার ভাইয়ের মতো ছিল। আমায় অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত। আমায় বলত, তুমি আমার মা আছো।

ক্যানসারের মতো মারণব্যাধির সঙ্গে লড়াই করে মাত্র ৫৫ বছরেই হার মানতে হয় ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী উস্তাদ রশিদ খানকে। মঙ্গলবার বেলা ৩.৪৫ নাগাদ পিয়ারলেস হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। ২২ নভেম্বর থেকে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি।

জন্মসূত্রে উত্তরপ্রদেশের বদায়ুঁর বাসিন্দা ছিলেন তিনি। ১৯৮০ সালের এপ্রিলে ১৪ বছর বয়সে প্রথম কলকাতায় আসেন তিনি। তাঁর বাবা হামিজ রশিদ খানও ছিলেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিল্পী। কথিত আছে, ভীম সেন যোশী বলতেন, রশিদ খানের গান শুনলে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। ২০০৬ সালে পদ্মশ্রী পান, ২০২২-এ পদ্মভূষণ পান। পেয়েছেন বঙ্গবিভূষণও।

প্রস্টেটে ক্যানসার নিয়ে প্রথম থেকেই ভুগছিলেন তিনি। মাঝে একটু ভাল হলেও বারবার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। এর ফলে ক্রমেই অবস্থার অবনতি হলে মাসখানেক আগে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেই থেকে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। রাজ্য সরকার তাঁর চিকিৎসার দায়িত্বও নিয়েছিল। এদিন রবীন্দ্রসদন চত্বরে যেন জনবৃষ্টি হচ্ছিল। এক আকাশ অনুরাগীর ঢল নেমেছিল সদন-প্রাঙ্গণে। গুরুকে শেষবারের মতো প্রণাম জানাতে এসেছিলেন শিষ্যরাও। সকলের চোখেই জল। মুখে একটাই কথা, ওঁর মতো কেউ হবে না, উনি এক ও অদ্বিতীয়।

রাজারহাট-গোপালপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'মাধ্যমিক প্রস্তুতি শিবির'-এ বুধবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

## কড়া নির্দেশ মেয়র পারিষদের

**প্রতিবেদন :** গতবছর থেকেই বেনারসের ধাঁচে কলকাতার বাজে কদমতলা ঘাটেও শুরু হয়েছে গঙ্গা আরতি। তারপর থেকেই ওই ঘাট হয়ে উঠেছে কলকাতার নয়া আকর্ষণ। সন্ধ্যা হলেই আলো-প্রদীপে ঝলমলে চেহারা নেয় গোটা ঘাট। কিন্তু সকালবেলায় কী হয় সেখানে? সকালে আরতির জায়গায় শুকোয় কাপড়জামা। শীতের রোদে আরতির প্ল্যাটফর্ম হয়ে ওঠে আরামদায়ক ঘুমের জায়গা। বাজে কদমতলা ঘাট এলাকার ফুটপাথ বাসিন্দারাই সেখানে জামা-কাপড় রোদে দেন। গঙ্গা আরতির প্ল্যাটফর্মে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুম দেন পথচারীরাও। এই খবর পেয়েই তীব্র উষ্মা প্রকাশ করেন বাজে কদমতলা ঘাটের গঙ্গা আরতির ভারপ্রাপ্ত কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ তারক সিং। অবিলম্বে ফোন করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মশলা শেষ হয়ে গিয়েছিল তাই মুড়ি দিতে পারবেন না বলে জানিয়েছিলেন ঝালমুড়ি বিক্রেতা। আর ঝালমুড়ি না পেয়ে বেজায় চটে গেলেন এলাকার মস্তান। রাগে হাঁসুয়ার কোপ বসিয়ে দিলেন ঝালমুড়ি বিক্রেতার মাথায়। গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে



# আরপিএফের অত্যাচারের প্রতিবাদে ৫০০ হকার তৃণমূলে

**সংবাদদাতা, হুগলি :** হকারদের ওপর সীমাহীন অত্যাচার বিভিন্ন রেলস্টেশনগুলিতে। হকারদের রুজিরুটি বন্ধ করে ভাতে মারতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। এবার তারই জবাব দিলেন হকাররা। কেন্দ্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে বিরোধী শিবির থেকে ৫০০ হকার যোগদান করলেন আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত অল বেঙ্গল তৃণমূল রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নে। বুধবার শেওড়াফুলি রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে অল বেঙ্গল তৃণমূল রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে কেন্দ্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সভায় দলে দলে যোগ দিলেন তাঁরা। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। যোগদানকারীদের হাতে পতাকা তুলে দেওয়ার পর ঋতব্রত বলেন, স্বাধীনতার আগে থেকে রেলস্টেশনে হকারি ব্যবস্থা রয়েছে। কখনও হকার উচ্ছের কথা ভাবা হয়নি। মোদি সরকার এসে সকলকে ভাতে মারার খেলায় নেমেছে। উন্নয়নের ভাবনা না ভেবে দেশকে দেউলিয়া করছে। মানুষ বুঝেছেন, হকাররা বুঝেছেন, শ্রমিকরা বুঝেছেন। সকলেই একযোগে গর্জে উঠেছেন মোদি সরকারের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে। এবার তাঁরাই জবাব দেবেন। এই সভায় ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের হুগলি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিধায়ক অরিন্দম গুঁই, আইএনটিটিইউসির সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ও বাঁশবেড়িয়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শিল্পী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। উপস্থিত সকলেই কেন্দ্রের বঞ্চনা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন। যোগদানকারী হকাররা শপথ নেন, কেন্দ্রকে জবাব দেবেন তাঁরা।

মঞ্চে বক্তা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। ডানদিকে, প্রতিবাদ সভায় ভিড় চোখে পড়ার মতো। মঞ্চের বক্তাদের সঙ্গে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন উপস্থিত জনগণ।

# বিজেপি শিবিরে ধস, তৃণমূলে যোগদান

যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন সমর মুখোপাধ্যায়

**সংবাদদাতা, মালদহ :** লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের মালদহে বিজেপিতে ভাঙ্গন।বামোনগোলা ব্লকের মোদিপুকুর বুথের বিজেপি নেতা ও কর্মীরা এদিন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এর মধ্যে রয়েছে মন্ডল ১এর বিজেপির যুব মোর্চার সহ সভাপতি তারক মন্ডল। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সমর মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বামোনগোলা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অশোক সরকার, সহ-সভাপতি সঞ্জীত বিশ্বাস, সমীর কর্মকার প্রমুখ। ১৫ টি পরিবার এদিন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এর ফলে লোকসভা নির্বাচনের আগে সেই এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

# চিতার আক্রমণে বালিকার মৃত্যু বীরপাড়ার চা-বাগানে আতঙ্ক

**সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার :** ফের দিনের আলোয় এক বালিকাকে চা-বাগানে টেনে নিয়ে যাওয়ায় ঘটনা ঘটল আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া চা-বাগানে। ফের এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় এলাকা জুড়ে। সাম্প্রতিক কালে গত প্রায় পাঁচ মাসে এই এলাকায় লেপার্ডের হানায় চারজনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। আগের ঘটনাগুলো মানুষের মন থেকে মুছে যেতে না যেতেই আরেকটি মৃত্যুর ঘটনায় ফের আতঙ্ক ছড়িয়েছে ওই এলাকায়। বুধবার দুপুরে প্রবল শীত ও কুয়াশার কারণে দৃশ্যমান্যতা কমে যায়। সেই সময় সুযোগ পেয়ে চা-বাগানের এক বালিকাকে তুলে নিয়ে যায় চিতাটি। ওই বালিকার নাম প্রতীক্ষা ওরাওঁ। বয়স নয় বছর। স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে খবর দেয় পুলিশ ও বন দফতরকে। খবর পেয়ে জলদাপাড়া বনবিভাগের মাদারিহাট রেঞ্জের বনকর্মীরা ও বীরপাড়া থানার পুলিশ ছুটে আসে ওই এলাকায়। দীর্ঘক্ষণ তল্লাশির পর সন্ধ্যের আগে ওই বালিকার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার হয় চা-বাগানের নালা থেকে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের দাবি, লেপার্ডের আক্রমণেই ওই বালিকার মৃত্যু হয়েছে। পিতা-মাতাহীন ওই কিশোরী মামার বাড়িতেই থাকত। তার এই মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকা জুড়ে। খুনি চিতাটিকে ধরতে খাঁচা পেতেছে বন দফতর। এই ঘটনায় জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণী সংরক্ষক নভোজিৎ দে বলেন, মৃতদেহটির ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

# পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা

■ মাইকেল মধুসূদন দত্তের দ্বিশত জন্মবর্ষ স্মরণে বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে উদ্যোগে ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিশেষ প্রস্তুতি শিবির আয়োজন করা হয়। বুধবার এই শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধাননগর পুরসভার মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। সকল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান বিধাননগর পুরসভার মেয়র। তিনি বলেন, ওরা আমাদের ভবিষ্যৎ। সমাজ গড়বে ছাত্রছাত্রীরা। প্রত্যেকের জন্য শুভ কামনা। ছাত্রছাত্রীরা এগিয়ে গেলে আমাদের সমাজও এগিয়ে যাবে।

# জটিল অস্ত্রোপচার করে রোগীকে বাঁচাল জেলা হাসপাতাল

**সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি :** ফিরিয়ে দিয়েছিল একাধিক বেসরকারি হাসপাতাল। জটিল অস্ত্রোপচার করে মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাল জেলা হাসপাতাল। গত ৫ জানুয়ারিতে হাসপাতালের ওপিডি-তে মালবাজার বড় দীঘির বাসিন্দা ওই রোগী ভর্তি হন হাসপাতালে। প্রাথমিক পরীক্ষা করেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বুঝতে পারেন জটিল রোগে আক্রান্ত রোগী। ইএনটি বিশেষজ্ঞ, অর্থোপেডিক সার্জারি, জেনারেল সার্জারি, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, ডেন্টাল সার্জন, প্যাথলজি বিশেষজ্ঞ এবং কেমোথেরাপি বিশেষজ্ঞরা রোগীকে পরীক্ষা করেন। এরপরই দ্রুত অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এরপরই রোগীকে ভর্তি করা হয় এবং সেখানে প্রাক অ্যানাস্থেটিক চেক আপ করা হয় এবং প্রাসঙ্গিক ওষুধ দেওয়া শুরু হয়। গত মঙ্গলবার রোগীর বাম কাঁধের অংশ স্থানান্তরিত করে কম্পোজিট রিসেকশন, ট্র্যাকিওস্টমি, পেক্টোরালিস মেজর মায়োকিউটেনিয়াস ফ্ল্যাপ পুনর্গঠন করা হয়। এই জটিল অস্ত্রোপচারের পর রোগী সুস্থ রয়েছেন। সন্দীপন নস্কর (ইএনটি সার্জন) র‍্যাডিকাল নেক ডিসেকশন, বুকাল কম্পোজিট রিসেকশন, ট্র্যাকিওস্টমি এবং ওরাল রিকনস্ট্রাকশন, ডাঃ সায়ন্তনী চন্দ্র (ইএনটি সার্জন), ডাঃ রোহিত কর্মকার (অর্থোপেডিক সার্জন)-হেমি ম্যান্ডিবুলেকটোমি, ডাঃ দিব্যকান্তি দত্ত (জেনারেল সার্জারি) পিএমএমসি ফ্ল্যাপ এলিভেশন সম্পন্ন করেছেন প্রায় দেড় ঘণ্টা অস্ত্রোপচারে সফলতা এসেছে।

# খুলছে রিয়াবাড়ি চা-বাগান

**প্রতিবেদন :** রাজ্যের উদ্যোগে আজ, বৃহস্পতিবার খুলছে রিয়াবাড়ি চা-বাগান। বৃহস্পতিবার থেকে খুলে যাচ্ছে বানারহাটের ওই বাগানটি। বুধবার উত্তরবঙ্গের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে শিলিগুড়ির দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে রিয়াবাড়ি নিয়ে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ঠিক হয়েছে বাগানটিতে সকাল ৭টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত একটানা কাজ হবে। মাঝে দুপুর ১২টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত শ্রমিকদের কাজের বিরতি থাকবে। রিয়াবাড়ি খুলে গেলেও একই ব্যবস্থাপনার আওতাধীন নাগরাকাটার বামনডাঙা-টন্ডু ও মেটেলির সামসিং-এর সমস্যা কিন্তু এখনও ঝুলেই রইল। শ্রমিক ভবনেই ওই দুই বাগানের নয়া কর্ণধারকে নিয়ে শ্রম দফতরের বৈঠকে এদিন কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

আমার বাংলা
11 January, 2024 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

## তৃণমূলে যোগদান

■ বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিল দশটি পরিবার। লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি দলে ভাঙন অব্যাহত আছে কোচবিহারে। এদিন দিনহাটার ভিলেজ ওয়ান গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের খুলি বৈঠক হয়েছে। ওই বৈঠকেই বিজেপি কর্মীরা দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন।

## প্রতারণার অভিযোগ

■ জীবিতকে মৃত দেখিয়ে জাল দলিল। এরপর সম্পত্তি হাতিয়ে বিক্রির অভিযোগ উঠল দুই ননদের বিরুদ্ধে। হেমতাবাদ থানার নওদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভানইল গ্রামের ঘটনা। এই ঘটনায় মোট ছয়জনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন এক বিধবা মহিলা। অভিযোগকারী খুরমি বর্মন জানিয়েছেন, ২০২০ সালে তাঁর স্বামী মারা যান। এরপর স্বামীর ৭১ শতক জমির মালিক হন তিনি। ওই জমিই জাল দলিল করে দখল করার চেষ্টা করে দুই ননদ।

## হাতির হানা

■ বাগডোগরার ডহরা বনবস্তিতে হাতির হানা। বুধবার ভোরে 'ঢঙি বাবা' নামে এক হাতি এলাকায় ঢুকে পড়ে। বনবস্তির ৩টি ঘরের ক্ষতি হয়। একটি দোকানের চাল, আটা সাবাড় করে, এক বস্তা চাল নিয়ে ফের জঙ্গলে ফিরে যায় হাতিটি। ঘটনায় আতঙ্ক বনবস্তি এলাকায়। বাগডোগরার রেঞ্জার সোনম ভুটিয়া জানান, ওখানে 'ঢঙি বাবা' নামে এক মাকনা ঢুকেছিল।

## পাচারের আগে ধৃত

■ পাচারের আগেই পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার হল বিপুল কাফ সিরাপ। গ্রেফতার হয়েছে পাচারকারী। বুধবার সকালে এই ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত রূপাহার এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন একটি পিকআপ ভ্যান আটক করা হয়। সেখান থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৬ হাজার বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ধৃতের নাম তাপস রায়, বাড়ি রায়গঞ্জের পিপলান এলাকায়।

## ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

■ কোচবিহার ১ ব্লকের দুধেরকুঠি দেওয়ানবস এলাকায় কালিগঞ্জ হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ। তিনি বলেন, স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নে যা প্রয়োজন সে-ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

# প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আধুনিক পরিষেবা

**অপরাজিতা জোয়ারদার ● রায়গঞ্জ**

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগ। উত্তর থেকে দক্ষিণের ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতেও হচ্ছে উন্নয়ন। পিছিয়ে নেই উত্তর দিনাজপুর জেলা। জেলার কালিয়াগঞ্জের কুনোর ব্লক প্রথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ইতিমধ্যেই প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয় করে তৈরি হয়েছে হাসপাতালের নতুন ভবন। নির্মাণ হয়েছে মেডিসিন স্টোর, মোটর বাইক, সাইকেল স্ট্যান্ড ও চলাচলের রাস্তা। বর্তমানে এই কুনোর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১০টি শয্যা রয়েছে। নতুন হাসপাতাল ভবনে থাকবে ৩০টি শয্যা। পাশাপাশি চিকিৎসকের সংখ্যাও বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে। এই পরিষেবা চালু হলে উপকৃত হবেন এলাকার মানুষ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এখন থেকে তাঁরা সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা এখানেই পাবেন।

**১) আড়াই কোটি ব্যয়ে নতুন ভবন**
**২) থাকছে ৩০ শয্যা**
**৩) প্রসূতি বিভাগে আধুনিক ব্যবস্থা**
**৪) থাকছে সিজারিয়ান বিভাগ**
**৫) বাড়বে চিকিৎসকের সংখ্যা**

প্রয়োজনে ভর্তিও হতে হবে এখানেই। আর দূরে চিকিৎসার জন্য যেতে হবে না প্রসূতিদেরও। হাসপাতাল পরিদর্শনে যান বিধায়ক সৌমেন রায়। আগামী দিনে হাসপাতালের সীমানা প্রাচীর তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। এছাড়াও তিনি বলেন, কুনোর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসেবে যাবতীয় সুবিধা পাবেন সাধারণ মানুষ। ওষুধ ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাবেন তাঁরা। বাড়তি পাওনা এখানে প্রয়োজনে গর্ভবতী মায়েদের সি সেকশনের মাধ্যমেও প্রসব করানো হবে। তার জন্য থাকছে অপারেশন থিয়েটার। ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই পরিষেবা পেয়ে উপকৃত হবেন গ্রামের বাসিন্দারা।

# তৃণমূল নেতা খুনে ধৃত ৪ বিজেপি সমর্থক

**সংবাদদাতা, কোচবিহার :** পায়ের তলার মাটি হারিয়ে রাজ্যজুড়ে চলছে বিজেপির সন্ত্রাস। এবার বিজেপি সমর্থকের হাতে নৃশংসভাবে খুন হলেন তৃণমূল নেতা। আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত-সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। বুধবার তুফানগঞ্জের ঘটনা। নিহতের নাম তপন দাস (৩৩)। ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে কুপিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ বিজেপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে। তৃণমূল নেতাকে বাঁচাতে গিয়ে জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন। তাঁদের এমজেএন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে হাসপাতালে জখমদের দেখতে যান তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহসভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এরপর নিহতের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও দেখা করেন তিনি। একটি বাঁশঝাড় কাটাকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত। এই বিষয় নিয়েই প্রতিবেশী বিজেপি পরিবারের সদস্যরা অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় তৃণমূল নেতার ওপর। পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ঘটনাস্থল থেকে মূল অভিযুক্ত সহ মোট চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে এলাকায় । বিজেপির এই হিংসার ঘটনায় উঠেছে নিন্দার ঝড়। জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, বিজেপির এই সন্ত্রাসের প্রতিবাদ আগামিকাল বৃহস্পতিবার হবে প্রতিবাদ মিছিল।

নিহতের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলছেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

# লিঙ্গবৈষম্য রুখতে উদ্যোগ নিল প্রশাসন

**সংবাদদাতা, বালুরঘাট :** লিঙ্গবৈষম্য রুখতে উদ্যোগ নিল জেলা প্রশাসন। বুধবার এই সচেতনতায় একটি শিবির করলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এটা অনেক কম, অন্য রাজ্যে জন্মের আগে থেকেই হিংসা শুরু হয়। উল্লেখ্য, বুধবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে বালুছায়া অডিটোরিয়াম হলে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। যে আলোচনাসভায় মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল লিঙ্গবৈষম্য। এদিনের এই আলোচনাসভায় জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রোজেক্ট ডিরেক্টর সুব্রত মহন্ত, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা শিশু কল্যাণ কমিটির চেয়ারম্যান মন্দিরা রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কন্যাশ্রীর ছাত্রীরা। সভায় ছিলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা।

বক্তা জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা।

# বইমেলায় মডেল পোলিং স্টেশন, হল ভোটও

**সংবাদদাতা, মালদহ :** বইমেলায় পোলিং স্টেশন! ভোটরদের লাইন। নতুন ভোটারদের সচেতনতায় এবং ভোটদানে উৎসাহ বৃদ্ধিতে এমনই অভিনব বিষয় নজরে পড়ল মালদহের বইমেলায়। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম এই ভাবনা। আর এই মডেল পোলিং স্টেশনে ভোট দিলেন সোমা, পিউ। কিন্তু ব্যালটে নয়, একেবারে ইভিএম মেশিনের বোতাম টিপে। আসলে লোকসভা নির্বাচন বলে কথা। বোতাম টিপে ভোট দিতে পেয়ে বেজায় খুশি কলেজ পড়ুয়ারা। এবার অনেক নতুন ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় উঠেছে। তাঁদের অধিকাংশের কাছেই ইভিএম ও ভিভিপ্যাট-এর মতো বিষয়গুলি একেবারেই অজানা। এজন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নতুন ভোটারদের ইভিএম ও ভিভিপ্যাট চেনাতে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় চালু করা হয়েছে ইভিএম প্রদর্শন কেন্দ্র। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে নির্বাচন কমিশনের ভ্রাম্যমাণ গাড়ি। তবে এবার সচেতনতামূলক প্রচারে নজির গড়তে চলেছে মালদহ জেলা বইমেলা। এই প্রথম জেলা বইমেলায় খোলা হয়েছে এক অভিনব স্টল। আস্ত একটা 'মডেল ভোটগ্রহণ কেন্দ্র'।

সৌজন্যে অবশ্যই নির্বাচন কমিশন। একটি বুথে যা যা থাকে তার সবই রয়েছে। প্রবেশ পথে উর্দিধারী রক্ষী। তারপর প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার। রয়েছেন সব দলের পোলিং এজেন্ট। ভোটদান কক্ষে রয়েছে ইভিএম। আছে ভিভিপ্যাট যন্ত্রও। গোটা বুথের প্রহরায় পুলিশ। এই ধরনের ব্যবস্থাপনা স্বভাবতই নজর কেড়েছে নতুন ভোটারদের। মালদহ জেলা প্রশাসনের দাবি, বইমেলায় 'মডেল বুথ' রাজ্যে এই প্রথম। বইমেলায় যা যথেষ্টই সাড়া জাগিয়েছে।

পোলিং স্টেশনে ভিড় নতুন ভোটারদের।

## টাকা পেল সমবায় ব্যাঙ্ক

**সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি :** অবশেষে জলপাইগুড়ি পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ককে টাকা দিল নাবার্ড। বুধবার নাবার্ডের তরফে প্রত্যেক বছরের মতো টাকা আবার দেওয়া হয়েছে। এই টাকা গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে দেওয়ার কথা ছিল। অনেক টালবাহানার পর ফের টাকা দিল নাবার্ড। তবে এর জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে সমবায় দফতরকে। সমবায় দফতরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার সম্প্রতি শিলিগুড়িতে এসে এই বিষয়ে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন। এরপর সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী কলকাতায় নাবার্ডের রিজিওনাল দফতরে গিয়ে সংস্থার উচ্চ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

## বাড়িতে আগুন লাগালেন বধূ

**প্রতিবেদন :** নিজের বাড়িতেই আগুন লাগিয়ে দিলেন এক গৃহবধূ। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্জিপাড়া এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ ও শিলিগুড়ি থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন। দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকলকর্মীরা। কিন্তু ততক্ষণে পুড়ে ছাই ওই বাড়ির রান্নাঘর। একাধিক সামগ্রীও পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বোলপুর ফুলমেলার উদ্বোধনে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা

আমার বাংলা

11 January, 2024 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১১ জানুয়ারি ২০২৪
বৃহস্পতিবার

## ভাঙনপ্রবণ গ্রামে দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু খুদে বর্ষার

**সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর :** ফরাক্কার ভাঙনপ্রবণ এলাকা কুলিদিয়া গ্রামে বাড়ি দীপঙ্কর মণ্ডলের। শীত পড়তেই এই এলাকায় আছড়ে পড়ে গঙ্গাভাঙনের অভিশাপ। ভাঙন থেকে রক্ষা পেতে মঙ্গলবার সকালে নদীপাড়ে থাকা বাড়ি ভেঙে অন্যত্র চলে যাওয়ার কাজ করছিলেন তিনি। তাঁকে সাহায্য করছিলেন স্ত্রী ও একমাত্র খুদে কন্যা বর্ষা মণ্ডল। মাটির বাড়ির টালির ছাউনি থেকে এক এক করে সমস্ত টালি সরিয়ে ফেলতে বাবাকে সকাল থেকে সাহায্য করছিল বছর সাতেকের বর্ষা। অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১০টা নাগাদ বাড়ির মাটির দেওয়ালের পাশে বসে খাবার খাচ্ছিল খুদে মেয়েটি। এমন সময় হঠাৎই বর্ষার উপর ভেঙে পড়ে বাড়ির একটি দেওয়াল। সেই দেখে তড়িঘড়ি দেওয়াল সরানোর কাজে হাত দেন এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রীটির।

## কোতুলপুরে মহিলা তৃণমূলের মিছিল

**সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর :** কোতুলপুরের অন্তর্গত গোপীনাথপুর অঞ্চল তৃণমূলের চলো পাল্টাই মিছিল হল বুধবার। সংগঠনিক জেলা মহিলা সভানেত্রী সঙ্গীতা মালিকের নেতৃত্বে মহিলা তৃণমূল সদস্যরা গোপীনাথপুর কালীমন্দির থেকে পাটপুর বাজার পর্যন্ত মিছিলে হাঁটলেন। সঙ্গীতা বলেন, রাজ্য সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের দেওয়া কর্মসূচি পালনে চলো পাল্টাই মিছিল ও পাড়া বৈঠক চলছে। রাজ্যের জেলাগুলিতে চলো পাল্টাই মিছিল চলবে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। কোতুলপুর ব্লকে হবে তিনটি মিছিল। গোপীনাথপুরে প্রথমটি হল।

## ছাত্র সপ্তাহ পালন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের

**সংবাদদাতা, ডেবরা :** ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নির্দেশে 'ছাত্র সপ্তাহ' পালন চলছে। চকোলেট, বই, খাতা, পেন, পড়াশোনা ও খেলার সামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে ডেবরা কলেজ ও ডেবরা ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেওয়া হল বুধবার। ডেবরা ব্লকের দলবতিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কনভেনার ছোট্টু মল্লিক, শাহিদ আলি, ডেবরা ৫/১ অঞ্চলের যুব তৃণমূল সভাপতি শালমান সাহ প্রমুখ।

# সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী ফোনে সুরাহা, বরাদ্দ ৩২ কোটি

# ৪০ রাস্তা সংস্কারে উদ্যোগী প্রশাসন

**প্রতিবেদন :** বাম আমলে বেশিরভাগ রাস্তা ছিল বেহাল দশায়। দীর্ঘদিন রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় সমস্যায় পড়তেন জেলার বহু গ্রামের মানুষ। সরকার বদলের পর ছবিটা পাল্টে যায়। এবার 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'র ফোন নম্বরে অভিযোগ জানাতেই মিলেছে সুফল। ঝাড়গ্রামে জঙ্গলমহল এলাকার ৪০টি রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। প্রশাসন সূত্রে খবর, জেলায় প্রায় ৭০ কিলোমিটার রাস্তা ৩২ কোটি বরাদ্দ টাকায় দ্রুত সংস্কার হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই কাজ শুরু করতে চলেছে জেলা প্রশাসন। রাস্তাগুলি সংস্কার হলে আশপাশের প্রায় পাঁচশো গ্রামের বহু মানুষ উপকৃত হবেন। জেলাশাসক সুনীল আগরওয়াল জানান,

প্রশাসনের তরফে চেষ্টা হচ্ছে একশো শতাংশ রাস্তার সংস্কার করতে। দ্রুত অধিকাংশের সংস্কার শুরু হবে। বর্তমানে বেলপাহাড়ির প্রত্যন্ত এলাকাতেও পিচের রাস্তা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে 'পথশ্রী-রাস্তাশ্রী' প্রকল্পে কাজ চলছে। তবে বেশ কিছু গ্রামের রাস্তা বেহাল দশায় ছিল। মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোর সেগুলিরও হাল ফিরতে চলেছে। জানা গিয়েছে, সংস্কারকাজের দায়িত্ব পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ ও এসআরডিএ-র। বিনপুর ১ ব্লকে দুটি, বিনপুর ২ ব্লকে ১২টি, গোপীবল্লভপুর ১ ব্লকে ৬টি, ২ ব্লকে ১টি, ঝাড়গ্রাম ব্লকে ৮টি ও সাঁকরাইল ব্লকে ১১টি রাস্তার সংস্কার হবে। এর মধ্যে পঞ্চায়েত সমিতি ১৪, জেলা পরিষদ ১১ এবং এসআরডিএ ১৫টি রাস্তার সংস্কার করবে। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী ফোনে সুরাহা মেলায় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ও বেজায় খুশি এলাকাবাসী।

## কেন্দ্রের বঞ্চনা, প্রতিবাদে জঙ্গলমহলে পথে তৃণমূল

**সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম :** লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। কিন্তু তার আগেই জঙ্গলমহলের লাল মেঠোপথে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হল জেলা তৃণমূল। একশো দিনের কাজের প্রকল্পে টাকা না দেওয়ার প্রতিবাদে বুধবার

গ্রামের পথে বাইক মিছিল তৃণমূলের।

গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের পেটবিন্দি ৭ নম্বর অঞ্চলে হল তৃণমূলের বাইক মিছিল। জেলা তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ও পঞ্চায়েত প্রধান শঙ্করপ্রসাদ দে-র উদ্যোগে প্রায় ৩০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এগিয়ে চলে প্রতিবাদ মিছিল। বাইক মিছিলে প্রায় ৫০০ তৃণমূল কর্মী-সমর্থক পায়ে পা মেলান। মিছিল থেকে কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান তৃণমূল নেতৃত্ব। মিছিল শেষে অঞ্চল সভাপতি ও প্রধান শঙ্করপ্রসাদ দে বলেন, রাজ্যের প্রাপ্য ১০০ দিনের কাজ ও আবাস যোজনার পাওনা টাকা আদায়ের দাবিতে এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের রাজ্যের প্রতি নানা বঞ্চনা, কুৎসা ও অপপ্রচারের প্রতিবাদে গ্রামের মেঠো পথে ঝড় তোলেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থক ও নেতারা।

## মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্প পোশাক ও শালপাতা ক্লাস্টারে অর্থ বরাদ্দ

**সংবাদদাতা, বোলপুর:** বীরভূম জেলা খাদি মেলা শুরু হল বোলপুর ডাকবাংলো ময়দানে। ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত মেলা চলবে। বুধবার উদ্বোধনে ছিলেন খাদি ও কুটিরশিল্প বোর্ডের চেয়ারম্যান কল্লোল খান, বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল এবং রাজ্যের

উদ্বোধনে চন্দ্রনাথ সিনহা, কল্লোল সিনহা প্রমুখ।

বস্ত্রমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা প্রমুখ। ১২০টি স্টল আছে মেলায়। খাদির জিনিসের পাশাপাশি খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ জাত অন্যান্য দ্রব্যের সম্ভার রয়েছে মেলায়। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর প্রেরণায় খাদি বোর্ডের আধিকারিকরা নানা জেলায় কাজ করে যাচ্ছেন। কুটিরশিল্পকে মানুষের কাছে তুলে ধরা এবং মানুষের হাতে কাজের জোগান দেওয়া আমাদের লক্ষ্য। মুখ্যমন্ত্রী চান খাদির প্রসার হোক এবং মেলার মাধ্যমে হস্তশিল্পীরা সরাসরি ক্রেতার হাতে উচিত মূল্যে তাঁদের দ্রব্য তুলে দিন। তাতে অর্থনীতি জোরালো হবে। খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান কল্লোল খান বলেন, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা তাঁর দফতর থেকে রেডিমেড গার্মেন্টসের একটি হাব এবং ইলামবাজার ব্লকে শালপাতার ক্লাস্টারের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছেন। এই দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য সফল হবে। স্থানীয় এলাকার আর্থিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

# খেজুরগুড়ের মান বজায় রাখতে সক্রিয় প্রশাসন

**মৌসুমি দাস পাত্র • নদিয়া**

শীতকালে আগের মতো আর মেলে না সুগন্ধী খেজুরগুড়। কমে গিয়েছে খেজুরগাছের সংখ্যা। পাশাপাশি কমছে রসের মান ও পরিমাণ। এখন খেজুর রস ও গুড়ের চাহিদা খুব বেশি থাকায় চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে গুড়ে মেশানো হচ্ছে চিনি। ফলে গুড়ের মান কমতে শুরু করেছে। খেজুরগুড়ে লাল রঙ আনতে চিনি পুড়িয়েও ব্যবহার করা হচ্ছে। আগের মতো স্বাদও তাই আর মিলছে না। এই অবস্থায় খেজুরগুড়ে গন্ধ, স্বাদ বজায় রাখতে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে কৃষ্ণগঞ্জ ব্লক প্রশাসন। আলোচনাও শুরু হয়েছে এ নিয়ে। কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের মাজদিয়ায় বহু পুরনো ও বিখ্যাত খেজুরগুড়ের হাট বসে। গোটা ব্লকে শিউলি থেকে গুড় ব্যবসায়ীর সংখ্যা কয়েক হাজার। শিউলিদের অধিকাংশই মাজদিয়ার গুড়ের হাটে তাঁদের গুড় নিয়ে আসেন বিক্রির উদ্দেশ্যে।

এ বছর আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়া ও ভাল রস পেতে শিউলিদের অপেক্ষা করতে হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে একটা ভাল খেজুরগাছ থেকে চারবার পর্যন্ত রস নেওয়া যায়। তারপর গাছকে ক'দিন বিশ্রাম দিতে হয় রসে শর্করার পরিমাণ বাড়ার জন্য। প্রতি গাছ থেকে গড়ে রোজ ৭ লিটার মতো রস পাওয়া যায়। তা থেকে ১০ লিটার রস জ্বাল দিয়ে ১ কেজি মতো গুড় হয়। এর সঙ্গে আছে জ্বালানি খরচ। তাই ভাল গুড়ের

**কৃষ্ণগঞ্জ** জন্য ভাল দাম দিতে হয়। ১ কেজি খাঁটি খেজুরগুড়ের দাম ২৫০ টাকার নিচে কোনওভাবেই হয় না। কিন্তু বাজারে খেজুরগুড় ১০০-১২০ টাকা কেজি দরেও পাওয়া যায়। গেদে মাঝেরপাড়ার গুড় ব্যবসায়ী বিপ্লব মণ্ডল বলেন, 'ভাল গুড়ের পাইকারি দাম ২৮০-৩০০ টাকা পড়ে যায়।' আদিত্যপুরের গুড়চাষি নেপাল বিশ্বাস বলেন, 'আমরা বাড়ি থেকে ঝোলা গুড় ১৫০ টাকা, দানা গুড় ২০০ টাকা ও পাটালি ৩০০ টাকা কেজি বিক্রি করছি। শ্রমের দাম নিই না বলেই ভাল গুড় এত কমে দিতে পারছি। ভাল গুড় কোনওভাবে এর কমে দেওয়া যায় না।' এ বিষয়ে বিডিও সৌগত কুমার বলেন, 'গুড়ের মান নিয়ে অভিযোগ পাওয়ার পরই ল্যাবে টেস্টিংয়ের ব্যবস্থা করার কথা আলোচনা হয়েছে পঞ্চায়েত থেকে ব্লক প্রশাসন মিলে। গুড়চাষিরা যাতে উপযুক্ত দাম পান, তা দেখার পাশাপাশি ল্যাবে টেস্টিংয়ের মাধ্যমে গুড়ের মান ধরে রাখা যাবে।'

আমার বাংলা
11 January, 2024 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

## নবীনবরণে বিধায়ক

■ বুধবার ঝাড়গ্রামের কাপগাড়ি সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ে হল নবীনবরণ অনুষ্ঠান। প্রদীপ জ্বেলে, গাছে জল দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিনপুরের বিধায়ক তথা যুব তৃণমূলের রাজ্য সহসভাপতি দেবনাথ হাঁসদা। নবীন ছাত্রছাত্রীদের ফুল, মিষ্টি উপহার দিয়ে তিনি বলেন, তোমরাই আগামী দিনের ভবিষৎ। তোমাদের ভাবনা যেন মানুষের হিতে হয় সেই কামনা করি।

## স্কুলে চুরি, গ্রেফতার

■ অন্ডাল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে আলমারি ভেঙে টাকা চুরির ঘটনার তিনদিনের মাথায় সিসিটিভি ফুটেজ দেখে সন্দেহভাজন একজনকে মঙ্গলবার প্রথমে আটক ও পরে গ্রেফতার করে অন্ডাল থানার পুলিশ। ধৃত সঞ্জিত গড়াই স্কুলেরই এক শিক্ষিকার গাড়ির চালক। বাড়ি বাঁকুড়ার তেঘরিয়া মেটেলিতে। চুরির কথা স্বীকার করে সে। তবে চুরি যাওয়া টাকাপয়সা উদ্ধার হয়নি।

## দুঃস্থদের কম্বল পুলিশের

■ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি জঙ্গলমহলে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। আর শীত বাড়তেই নতুন কম্বল নিয়ে হাজির পুলিশ। জেলার বিনপুর থানার প্রত্যন্ত গ্রাম দেরহারি এলাকায় ১০০ জন দুঃস্থ মানুষকে শীতবস্ত্র বিলি করল জেলা পুলিশ। সারা বছরই জঙ্গলমহলে মানুষের পাশে থাকে এলাকার পুলিশ। সোমবার কম্বল বিলি অনুষ্ঠানে ছিলেন জেলার পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা, জেলা পুলিশের অ্যাডিশনাল এসপি কল্যাণ সরকার-সহ অন্য আধিকারিকরা।

### চাষিদের সুরক্ষায় দু'মাসে লক্ষ্যমাত্রার ৩০ শতাংশ পূরণ

# ধান কেনায় গতি বাড়াল নদিয়া জেলা

**সংবাদদাতা, কৃষ্ণনগর :** ধান কেনার গতি বাড়িয়ে শেষ দু'মাসে ১ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি ধান কিনল নদিয়া জেলা খাদ্য দফতর। নভেম্বরের শুরুর দিকে শুরু হয় এবার ধান কেনা। প্রথম মাসে ধান কেনা চলে অত্যন্ত ধীরগতিতে। মাত্র ৩০ হাজার মেট্রিক টন ধান কেনা হয়। যা ছিল লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৯ শতাংশ। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা শেষ করা নিয়ে ছিল সকলের সংশয়। তবে শেষ এক মাসে ধান কেনার গতি কয়েক গুণ বাড়ানোয় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ নিয়ে বর্তমানে সব সংশয় কেটে গিয়েছে। নদিয়ার খাদ্য নিয়ামক অভিজিৎ ধাড়া জানান, চাষিরা সর্বোচ্চ ৯০ কুইন্টাল ধান বিক্রি করতে পারেন। আমরা ইতিমধ্যে ১ লক্ষ মেট্রিক টন ধান

কিনেছি। দ্রুত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়ে যাবে। চলতি বছরে ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রথম মাসে ধান কেনার গতি উদ্বেগে রেখেছিল প্রশাসনকে। গত বছর বেশ কিছু জেলাকে নদিয়া ধান রফতানি করলেও এবার সেই সব জেলাই ধান কেনার ক্ষেত্রে নদিয়াকে ছাপিয়ে যায়। নতুন দু'টি সিপিসি খোলার পরেও ধান কেনার গতি না বাড়ায় চিন্তায় ছিল প্রশাসন। কিন্তু এখন সব সামলে নেওয়া গিয়েছে। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ধান কেনার পরিমাণ ১ লক্ষ মেট্রিক টন ছাড়িয়ে গিয়েছে। ফলে ইতিমধ্যে লক্ষ্যমাত্রার ৩০ শতাংশ ধান কেনা সম্পূর্ণ হয়েছে। অগাস্ট মাসের মধ্যে ধান কেনা শেষ করা নিয়ে আশাবাদী খাদ্য দফতর। জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ মল্লিকা চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী চাষিদের স্বার্থে সরকারিভাবে ধান কেনার পরিমাণ বাড়িয়েছেন। যাতে ফড়েদের দাপট থেকে চাষিদের রক্ষা করা সম্ভব হয়।

## ডাক্তার-রোগী সম্পর্ক নিবিড় করতে অভিনব উপস্থাপনা

**সংবাদদাতা, বর্ধমান :** ওঁদের গলায় স্টেথোস্কোপ, অ্যাপ্রন, হাতে পেন ও প্রেসক্রিপশন দেখতেই অভ্যস্ত সবাই। কিন্তু তাঁদের হঠাৎ রাজপথে গানের তালে নাচতে দেখে সবাই অবাক। না, একে অপসংস্কৃতি ভাবলে ভুল হবে। কখনও বাড়তি চাপে রোগী ও রোগীর পরিবারের সঙ্গে কেউ কেউ দুর্ব্যবহার করে ফেলেন, উল্টোদিকে সময় ও পরিস্থিতি বিচার না করে রোগীর পরিবার-পরিজনদের হাতেও হেনস্থা হতে হয় ডাক্তারদের। অথচ এটা হওয়া কাম্য নয়। কারণ, উভয়েরই অনুভূতি সমান। রোগী ও রোগীর পরিজনদের প্রতি যেমন ডাক্তারদের সহানুভূতি দেখানো উচিত, ঠিক তেমনই রোগীপক্ষেরও উচিত ডাক্তারদের প্রতি একটু সদ্ভাব দেখানো। মূলত এই বার্তা দিতেই এই অভিনব আয়োজন। বর্ধমান শহরের কার্জন গেট চত্বরে। বর্ধমান ডেন্টাল কলেজের ডাক্তার আমদাদুল হক, পৌলোমী দাস, সুচরিতা সরকাররা জানান, সারা বছর ঘাড় গুঁজে রোগীর পরিষেবা, তাঁদের ভালমন্দের চিন্তা ও চাপে কাটে। বর্ধমান ডেন্টাল কলেজের সোশ্যাল উপলক্ষে একটি ফ্লাশ-মবের আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে কলেজের সমস্ত ডাক্তার, হবু ডাক্তাররা অংশ নিয়েছেন। বার্তা একটাই— ডাক্তার-রোগী ও রোগীর পরিজনদের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় হোক।

## যুব উৎসবের সূচনায় মন্ত্রী, নেত্রী

**সংবাদদাতা, বর্ধমান :** বুধবার বর্ধমানের নীলপুর যুব উৎসবের উদ্বোধনে এসে রাজ্য যুব তৃণমূল সভানেত্রী সায়নী ঘোষ বলেন, এতদিন মেলা হত না। অনেকে দুঃখে থাকত। এখন অনেক মেলা, উৎসব হচ্ছে, মানুষ আনন্দে আছে। কয়েকদিন পরই যুদ্ধের দামামা বাজবে। লড়াইয়ের ময়দানে নামতে হবে। অন্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানে ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম, সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, সহকারী সভাধিপতি গার্গী নাহা, বিডিএ চেয়ারম্যান কাকলি গুপ্ত তা, পুরপ্রধান পরেশ সরকার, বিধায়ক খোকন দাস, নীলপুর যুব উৎসবের মূল উদ্যোক্তা তৃণমূল কাউন্সিলর জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি রাসবিহারী হালদার, অভিনেত্রী সোহিনী সরকার প্রমুখ।

## মহিলা কবাডি দলকে জার্সি

**সংবাদদাতা, বীরভূম :** আজ থেকে ১৪ জানুয়ারি হলদিয়ায় অল বেঙ্গল কবাডি অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত চ্যাম্পিয়নশিপে যোগ দেবে বীরভূমের পুরুষ ও মহিলা কবাডি দল। মহিলাদের জার্সি না থাকায় প্রত্যয় সংস্থার সদস্য কয়েকজন শিক্ষক জেলা কবাডির আহ্বায়ক বদরুদ্দোজা শেখের হাতে ১৩ জনের জার্সি তুলে দিলেন। বদরুদ্দোজা শেখ বলেন, হতদরিদ্র পরিবারের খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়ানোর থেকে ভাল কিছু হয় না। প্রসঙ্গত, দলের তিন আদিবাসী খেলোয়াড় লক্ষ্মী হেমব্রম, জেসমি টুডু ও রুমা টুডু।

# জঙ্গলমহলের শিল্পীদের গড়া টুসুমূর্তির বাজার বাড়ছে অন্য রাজ্যেও

**প্রতিবেদন :** পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে মকর পরবের জন্য অপেক্ষায় আছে গ্রাম বাংলা। এই পরবে মূলত পূজিত আদিবাসী ও মাহাত সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধির দেবী টুসু। বাংলার পশ্চিম সীমান্তের ভূমিপুত্রদের নিজস্ব উৎসব এটি। এই উৎসব উপলক্ষে জঙ্গলমহলের বাড়ি বাড়ি চালের গুঁড়ো ও অন্যান্য উপকরণ দিয়ে রকমারি পিঠে বানানো হয়। সঙ্গে গড়া হয় নানা ধরনের টুসুমূর্তি। নারীর প্রতীক হিসাবে টুসুর পুজো ও ভাসানে ব্যবহার হয় এই সব মূর্তি। স্থানীয় আদিবাসী এলাকা ছাড়াও অন্য জেলা ও রাজ্য থেকে বহু মানুষ টুসুমূর্তি কিনতে আসেন বিনপুর ১ ব্লকের কেঁন্দডাংরি গ্রামে। সেই জন্য বিনপুরের এই গ্রামের প্রায় সকলেই এখন ব্যস্ত টুসু পুতুল গড়তে।

এবার টুসুর পুতুল রফতানি হচ্ছে ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার-সহ বেশ কিছু প্রতিবেশী রাজ্যে। ফলে বিক্রি বাড়ায় খুশি গ্রামবাসী। তাঁদের কথায়, সারা বছর রাজ্য সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও নানা প্রকল্পে পাওয়া টাকায় মহিলারা সংসারের আর্থিক সমস্যা মেটাতে এখন সক্ষম হচ্ছেন। সরকারি প্রকল্পের টাকা থেকে কিছু জমিয়ে পুতুল গড়ার বিবিধ উপকরণ ও সরঞ্জাম কিনে তাঁরা এই কাজে হাত লাগিয়েছেন। গ্রামের এক টুসুশিল্পী বলেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকায় টুসু পুতুল তৈরির সরঞ্জাম কিনতে পারছি। বিক্রিও ভালই হচ্ছে। এই সপ্তাহের শেষেই মকর পরব। ফলে টুসুর বিক্রি আরও বাড়বে। বিক্রির টাকা দিয়ে কিনব পরিবারের জন্য নতুন জামাকাপড়। প্রসঙ্গত, টুসু পরবে আলপনা এঁকে তার উপর ধান রেখে কন্যা, মাতা ও বধূরূপী টুসুর মূর্তি বসিয়ে রাতভর চলে পুজো। মহিলারা একত্রিত হয়ে টুসুর গান করেন। নানা ধরনের পিঠে, মুড়কি, বাতাসা ইত্যাদির উপচারে রাতে ১৬ বার টুসুর পুজো করা হয়। মূলত তুষ, মাটি, রঙিন কাগজে অলংকৃত করে টুসু পুতুল গড়া হয়। কেঁন্দডাংরির শিল্পীদের গড়া ছোট টুসু ৩০-৪০ টাকা ও বড় টুসু ৮০-১৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তাঁরা জানান, প্রতি বছর মকর পরবে টুসুর বিক্রি ভাল হয়। এবছর ঝাড়গ্রাম শহরের বাজার, লালগড়, শিলদা, বেলপাহাড়ি ছাড়াও ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা রাজ্য থেকেও টুসুর অর্ডার আসছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাবার শেষকৃত্যের সময় চিতার জ্বলন্ত আগুনে মদ ঢেলে দিলেন ছেলে। মদের পর বিড়ি এবং বেনারসি পানও সাজিয়ে দিতে দেখা যায় মৃতের ছেলেকে। উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর ঘাটে এমনই একটি দৃশ্য চোখে পড়ে। বাবাকে শেষ বিদায় জানাতে এসে জ্বলন্ত চিতার আগুনে মদ, বিড়ি, বেনারসি পান সাজানোর ভিডিও ভাইরাল

# দিল্লি দরবার

11 January, 2024 • Thursday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in



## আসন সমঝোতা নিয়ে তৎপরতা

**প্রতিবেদন :** লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে আসন সমঝোতা নিয়ে আগামী দু'দিনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এবং জেডিইউের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে চায় কংগ্রেস। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এই কথা জানানো হয়েছে। লোকসভা ভোটের আসন সমঝোতা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। দিল্লিতে কংগ্রেসকে তিনটি আসন ছাড়তে রাজি আম আদমি পার্টি। দিল্লিতে আপের আহ্বায়ক গোপাল রাই বলেন, কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। দিল্লি, পাঞ্জাব, গোয়া, হরিয়ানা এবং গুজরাতে জোট করেই আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করব। কিছু রাজ্য এবং কয়েকটি দলের সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে জটিলতা থাকলেও সার্বিকভাবে ইন্ডিয়ার জোট হিসেবেই আগামী লোকসভা নির্বাচনে লড়ার ব্যাপারে আশাবাদী কংগ্রেসও। বাংলার শাসক দল তৃণমূলের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা বাকি রয়েছে বলে স্বীকার করেছে কংগ্রেস। জটিলতা ছাড়াই ভালভাবে আসন সমঝোতা পর্ব সম্পন্ন হবে বলে দাবি কংগ্রেসের।

## তৃণমূলের সঙ্গে বৈঠক করতে চায় কংগ্রেস

বিহারের দুই দল আরজেডি এবং জেডিইউয়ের সঙ্গে আরও একপ্রস্থ কথা বলতে চায় কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। বিহারে আসন সমঝোতা নিয়ে লালুপ্রসাদের দল আরজেডির সঙ্গে কংগ্রেসের একদফা আলোচনা হয়েছে। দলের পক্ষে জানানো হয়েছে, এবার আসন সমঝোতা নিয়ে জেডিইউর সঙ্গে আলোচনা হবে। বিহারের যে ফর্মুলা নিয়ে কথা চলছে তা হল, জেডিইউ ও আরজেডি ১৭টি করে আসনে লড়বে, কংগ্রেস লড়বে চারটিতে এবং সিপিআইএমএল ও সিপিআই একটি করে আসন পাবে। কংগ্রেস রাজ্যসভার একটি আসন পাবে। গত রবিবার আরজেডির সঙ্গে বৈঠক করে বিহারে শাসক জোটের কমিটি। যদিও সেদিনের বৈঠকে জেডিইউ ছিল না। ফলে জেডিইউয়ের সঙ্গে আলাদা করে একবার আলোচনায় বসতে চায় বিহারের জোট কমিটি। তৃণমূলের সঙ্গে জোট প্রসঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের বক্তব্য, সমস্ত দিক আলোচনা করেই এ রাজ্যে জোট চূড়ান্ত করা হবে। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, বাংলা নিয়ে জটিলতা তৈরির অন্যতম কারণ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী, দীপা দাশমুন্সি-সহ একাংশের কট্টর তৃণমূল বিরোধী মনোভাব। বিশেষত অধীর চৌধুরী কার্যত বিজেপির সুরে বাংলার তৃণমূল কংগ্রেসকে ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ করে চলেছেন।

এদিকে আম আদমি পার্টির তরফে দাবি করা হয়েছে, গোয়া, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, দিল্লিতে তাদের ভাল ভোট রয়েছে। দিল্লি ও পাঞ্জাবে আপ ক্ষমতায় রয়েছে। ফলে সেখানে তাদের কথাই প্রাধান্য পাওয়া উচিত। তবে দিল্লি ও পাঞ্জাব ছাড়া আরও দুই রাজ্যের নাম নিয়ে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের ওপর আম আদমি পার্টি পরোক্ষে চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে বলে দাবি। শুক্রবার সমাজবাদী পার্টি এবং আম আদমি পার্টির সঙ্গে বৈঠক হবে জাতীয় নির্বাচনী জোট কমিটির। উত্তরপ্রদেশে আসন সমঝোতা নিয়ে চাপে রয়েছে কংগ্রেস। সমাজবাদী পার্টি যদি কংগ্রেসকে এখানে আটটি আসন ছাড়ে তাহলে তারা মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে আসন চাইবে। ছত্তিশগড়ে দান্তেওয়াড়া চায় সিপিআই। সুতরাং শুক্রবারের বৈঠকেই উত্তরপ্রদেশের ইন্ডিয়া জোটের গতিপ্রকৃতি অনেকাংশে নির্ধারিত হয়ে যাবে।

# সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর উধাও বিলকিসের ১১ ধর্ষক!

**গুজরাত**

প্রতিবেদন : সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরই বিলকুল বেপাত্তা বিলকিস বানোর ১১ ধর্ষক! গুজরাতের দাহোদ জেলার রন্ধিকপুর ও সিংভাদ গ্রামে এই ব্যক্তিদের বাড়িগুলি সোমবার থেকেই তালাবন্ধ রয়েছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা মাথা কুটে মরলেও এলাকার কেউ জানাতে পারেননি, কোথায় তারা গা-ঢাকা দিয়েছে। পাশাপাশি দুই গ্রামেই এই ঘটনা নিয়ে নানা জল্পনা অব্যাহত। অপরাধীদের আত্মীয়দের কেউ কেউ অবশ্য দোষারোপ করেছেন কংগ্রেসকে। এক সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকের প্রতিনিধিকে এক অপরাধীর আত্মীয়রা বলেছেন, গোটা ঘটনাই নাকি কংগ্রেসের রাজনৈতিক চক্রান্ত। তাঁদের দাবি, আমরা হিন্দু। ঈশ্বরে বিশ্বাসী। মূল্যবোধসম্পন্ন পরিবার। আমাদের পরিবারের কেউ এমন ঘৃণ্য কাজ করতে পারে না। আদালতের রায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার এত বছর বাদে এখন অপরাধের দায় ঝেড়ে ফেলতে মরিয়া এরা। কোনও কোনও দোষীর পরিবার আবার সাফাই দিচ্ছে, ধর্ষক ও খুনিরা কেউই বেআইনিভাবে কারাগার থেকে মুক্তি পায়নি। এত বছর যারা কারাভোগ করেছে, তাদের যদি ফের কারাগারে যেতে হয় তারা যাবে। আইন-আদালতই ঠিক করবে তাদের কী করণীয়। যদিও দোষীরা এখন কোথায় রয়েছে তা নিয়ে কোনও সদুত্তর নেই।

গুজরাত দাঙ্গার সময় বিলকিসের গণধর্ষণ ও একাধিক খুনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ১১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেয় মহারাষ্ট্রের সিবিআই আদালত। বেআইনিভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে গত বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাদের মুক্তি দিয়েছিল গুজরাত সরকার। সুপ্রিম কোর্ট এই অপরাধীদের মুক্তিদানের পদ্ধতির তীব্র বিরোধিতা করে বলেছে, তথ্য জালিয়াতি করে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের ছাড়া হয়েছে। মোদিরাজ্যে বিজেপি সরকারের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেছে শীর্ষ আদালত। অবিলম্বে এই ১১ জনকে জেলে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা।

গোটা দেশে সাড়া জাগানো বিলকিস মামলার এটি এক নতুন মোড়। দুই সপ্তাহের মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত ১১ জনকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তার আগে এই মুহূর্তে খোঁজ মিলছে না তাদের। এদিকে এই ইস্যুতে সবার নজর এখন মহারাষ্ট্র সরকারের দিকে। কারণ সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে যে মামলা যেহেতু মহারাষ্ট্রের আদালতে হয়েছে তাই এক্ষেত্রে গুজরাতের কোর্টের কোনও ভূমিকাই নেই। ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আসামিরা এখন মহারাষ্ট্রের আদালতে বন্দিমুক্তির আবেদন জানাতে পারে বলে অনুমান। গুজরাতের মতো মহারাষ্ট্রেও এখন বিজেপি জোট সরকার চলছে। তাই প্রশ্ন উঠছে মহারাষ্ট্র সরকারের ভূমিকা নিয়ে। বিলকিসের ধর্ষকদের মালা-মিষ্টিতে বরণ করে যারা এই অপরাধীদের মুক্তি উদ্‌যাপন করেছিল এবং হিন্দুত্বের হাওয়া তুলে ভোটে জিততে নিকৃষ্ট অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ব্যক্তিদের পাশে ছিল, তারা এখন কী করে সেদিকে নজর সবার। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, অপরাধীরা শাস্তির মেয়াদ কমানোর আবেদন করতেই পারে। কিন্তু সেজন্য তাদের ফের আগে জেলে ফিরে যেতে হবে। কারণ, কারাগারের বাইরে জামিনে বা অন্যভাবে মুক্ত থাকা অবস্থায় সেই আবেদন জানানোর অধিকার বা সুযোগ তাদের নেই।

# কোনও সহযোগিতা নয়, ইডি-সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে নির্দেশিকা জারি সোরেন সরকারের

**ঝাড়খণ্ড**

**প্রতিবেদন :** রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিভাবে বিরোধীদের হেনস্থা করতে বিজেপির নির্দেশে তৎপরতা দেখাচ্ছে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি। এই অভিযোগ নতুন নয়। প্রতি নির্বাচনের আগেই দেখা যায়, সারা বছর শীতঘুমে থাকার পর ভোটের আগেই নানা অভিযোগে অবিজেপি দলগুলির নেতাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় হচ্ছে সিবিআই, ইডি। বিভিন্ন সময়ে নানা গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বিজেপিতে গেলেই এজেন্সির তদন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়। অবিজেপি রাজ্য ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মধ্যে এই ইস্যুতে টানাপোড়েনের মাঝেই এবার কেন্দ্রীয় এজেন্সি বিরোধী নির্দেশিকা জারি করল ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন সরকার।

যেখানে রাজ্যের সরকারি দফতরগুলিকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে কোনওরকম সহযোগিতা করা যাবে না। কারণ তদন্তের নামে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হেনস্থা করাই এদের উদ্দেশ্য।

বুধবার হেমন্ত সোরেন পরিচালিত রাজ্য সরকারের তরফে সব দফতরকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, কোনও তদন্তেই এবার ইডি, সিবিআই এবং আয়কর দফতরের মতো সংস্থাগুলিকে সহযোগিতা করা যাবে না। এমনকী সরাসরি তাদের কোনও প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া যাবে না। কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি কোনও সরকারি দফতরের কাছে কোনও তথ্য জানতে চাইলে তা সরাসরি রাজ্য প্রশাসনের সচিবালয়কে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে সরাসরি কোনওরকম সরকারি নথি দিতে নিষেধ করা হয়েছে নয়া ঝাড়খণ্ডের সরকারি নির্দেশিকায়। সবমিলিয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে এবার সম্মুখসমরে নামল ঝাড়খণ্ড সরকার।

# কাফ সিরাপ খাইয়ে শিশুকে খুন 'স্কলার' মায়ের

**প্রতিবেদন :** চার বছরের শিশুপুত্রকে খুনের ঘটনায় কাঠগড়ায় বেঙ্গালুরুর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক স্টার্টআপ সংস্থার সিইও সূচনা শেঠ। কর্মক্ষেত্রে তাকলাগানো সাফল্যের অধিকারী, উচ্চশিক্ষিতা এক মহিলা কীভাবে স্বামীর প্রতি আক্রোশে নিজের শিশুসন্তানকে খুন করতে পারেন ভেবে বিস্মিত আমজনতা। ঘটনার তদন্তে নেমে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য পুলিশের হাতে উঠে আসছে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, খুনের পরিকল্পনা বেশ কয়েকদিন আগেই করা হয়েছিল। কারণ সূচনার ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে সেরকম কিছু তথ্য এসে পৌঁছেছে তদন্তকারীদের হাতে। গোয়া পুলিশ জানিয়েছে, ওই সার্ভিস অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কাশির ওষুধের একাধিক খালি শিশি মিলেছে। তা থেকেই অনুমান, গোটা ঘটনাই পূর্বপরিকল্পিত। সন্তানকে প্রচুর পরিমাণে ওষুধ খাওয়াতেন সূচনা। যাতে সে সারাক্ষণ আচ্ছন্ন ভাবের মধ্যে থাকে। এর মাঝেই প্রকাশ্যে এল 'ঘাতক মা'য়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত একাধিক তথ্য। অভিযুক্ত সূচনা কলকাতার ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটি কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে গ্র্যাজুয়েশন করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর হন। অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের সঙ্গে প্লাজমা ফিজিক্সেও বিশেষজ্ঞ তিনি। এছাড়া তিনি সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা করেছেন। নিজের সন্তানকে নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগ সেই মহিলার বিরুদ্ধে! নিজের সন্তানকে খুন করে ব্যাগে দেহ নিয়ে হোটেল থেকে পালিয়ে যাওয়ার ছক করেছিলেন সূচনা শেঠ। ইন্দোনেশিয়ার জাকাতায় কর্মরত তাঁর স্বামী সন্তানের মৃত্যুর খবর পেয়ে ফিরে এসেছেন। ময়নাতদন্তের পর শিশুর দেহ তাঁর হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্ত মা এখন ৬ দিনের পুলিশি হেফাজতে।

অসমের ধুবড়ি জেলার মহামায়াতে বিরাট যোগদান কর্মসূচি তৃণমূলের। এআইইউডিএফ, বিজেপি, বিপিএফ থেকে প্রায় ৫০০ কর্মী যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অসম তৃণমূলের সভাপতি রিপুন বোরা ও রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার হাসান, অরূপজ্যোতি ভুঁইঞা প্রমুখ।

# দেশ বিদেশ

11 January, 2024 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শিবসেনায় একনাথ শিন্ডের নেতৃত্ব বৈধ। উদ্ধব গোষ্ঠীর দাবি উড়িয়ে জানালেন মহারাষ্ট্রের স্পিকার রাহুল নারলেকর। শিন্ডে-সহ ১৬ বিদ্রোহী বিধায়কের সদস্যপদ খারিজের আবেদন জানিয়েছিল উদ্ধব ঠাকরে শিবির। সে আবেদন বুধবার খারিজ করেন তিনি

## মধ্য ও দক্ষিণ গাজায় রাতভর ইজরায়েলের হামলা, হত ৭০

### হামাসের হাতে এখনও আটকে শতাধিক পণবন্দি

**প্রতিবেদন :** গাজায় রাতভর ইজরায়েলের হামলায় মৃত্যু হল অন্তত ৭০ জনের। এই হামলায় ১৩০ জনের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ইজরায়েল সেনাসূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার পর্যন্ত মধ্য ও দক্ষিণ গাজার অন্তত ১৫০ জায়গায় বোমা হামলা চালানো হয়েছে। এই হামলায় অন্তত ১২ জন হামাস জঙ্গি নিহত হয়েছে বলে দাবি ইজরায়েল সেনার। যদিও গাজার হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য দফতরের দাবি, এই হামলায় ৭০ জন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে।

গত ৩ মাস ধরে চলতে থাকা এই যুদ্ধ যে এখনই থামছে না, এমনটাই বার্তা দিয়েছে ইজরায়েল। ইতিমধ্যেই উত্তর গাজায় ইজরায়েলের দখলদারি কায়েম হয়েছে বলে দাবি সেদেশের সেনার। নেতানিয়াহুর দেশের তরফে আরও দাবি করা হয়েছে, যতদিন না গাজা থেকে পুরোপুরি শেষ হবে হামাস এবং তাদের হাতে পণবন্দি ১২৯ জন মুক্তি পাবে ততদিন পর্যন্ত চলবে এই আক্রমণ। এদিকে গাজার মাটিতে হামলা চালাতে গিয়ে ইজরায়েলের ৯ সেনার মৃত্যু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। সবমিলিয়ে যুদ্ধে নিহত ইসরায়েলি সেনার সংখ্যা ১৮৭ জনে দাঁড়িয়েছে। গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় ইজরায়েলের ১২০০ মানুষের মৃত্যু হয় ও পণবন্দি হন ২৪০ জন। এরপর পাল্টা ৩ মাস ধরে ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলতে থাকা যুদ্ধে গাজায় মৃত্যু হয়েছে ২৩ হাজার ৩০০ জনের। বুধবার এই তথ্য প্রকাশ করেছে হামাস পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্য দফতর। গাজার বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং গাজার ২.৩ মিলিয়ন জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

## পাক জেলেই বন্দি জঙ্গি হাফিজ, দাবি রাষ্ট্রসংঘের

**প্রতিবেদন :** মুম্বই হামলার মূলচক্রী তথা কুখ্যাত লস্কর জঙ্গি হাফিজ সইদ বন্দি রয়েছে পাকিস্তানের জেলে। সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার পাশাপাশি ৭টি মামলায় তাঁকে ৭৮ বছরের সাজা সুনিয়েছে পাক আদালত। এমনটাই জানাল রাষ্ট্রসংঘ। শুধু তাই নয় রাষ্ট্রসংঘের বয়ানে আরও জানানো হয়েছে, ২০২০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে পাকিস্তানের জেলে বন্দি এই জঙ্গি।

মুম্বই হামলার পর থেকেই ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি তালিকাতেও রয়েছে লস্কর-ই-তইবার প্রতিষ্ঠাতা। হাফিজের মাথার দাম এক কোটি ডলার ধার্য করেছে আমেরিকা। এদিকে ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এই জঙ্গিকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি তকমা দিয়েছিল রাষ্ট্রসংঘ। এতকিছুর পরও শোনা যাচ্ছিল পাকিস্তানের মাটিতে আইএসআই-এর দেখভালে বহাল তবিয়তে রয়েছে এই জঙ্গি। এমনকি রাজনৈতিক দল গড়ে দেশের সাধারণ নির্বাচনেও অংশ নিতে পারে সে। এই অবস্থার মাঝেই এবার রাষ্ট্রসংঘের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হল, ২০২০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে পাক জেলে বন্দি রয়েছে হাফিজ সইদ।

অন্যদিকে, গত ডিসেম্বরেই হাফিজ সইদের প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানিয়েছিল ভারত। এই বিষয়ে পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মুমতাজ জাহরা বালোচ বলেন, 'পাকিস্তান ভারত সরকারের অনুরোধ গ্রহণ করেছে। তারা তথাকথিত আর্থিক তছরুপ মামলায় জড়িত হাফিজ সইদের প্রত্যর্পণ চাইছে। কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনও প্রত্যর্পণ চুক্তি নেই।'

## কর্নাটক বিধানসভার সামনে সপরিবারে আত্মহত্যার চেষ্টা

**প্রতিবেদন :** বেঙ্গালুরুতে কর্নাটক বিধানসভার সামনে একই পরিবারের আটজন আত্মহত্যার চেষ্টা করায় তুমুল চাঞ্চল্য তৈরি হয়। শেষপর্যন্ত তাদের নিরস্ত করেছে পুলিশ। বেঙ্গালুরু পুলিশ জানিয়েছে, বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য একটি ব্যাঙ্ক অসহায় এক পরিবারের বাড়ি নিলাম করার ফলে পরিবারের সদস্যরা চূড়ান্ত হতাশ হয়ে সপরিবারে আত্মহননের পরিকল্পনা করেন। বুধবার মহিলা ও শিশু সহ পরিবারের সদস্যরা বিধান সৌধের (কর্নাটক বিধানসভা) বাইরে নিজেদের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করেন। দ্রুত পুলিশ সেই ঘটনা আটকানোর পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়ার ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে।

পরিবারের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, আদা চাষের ব্যবসা শুরু করার জন্য ২০১৬ সালে বেঙ্গালুরু সিটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু চাষের কাজে ক্ষতি হওয়ায় তাঁরা লোন শোধ করতে পারেননি। সাহায্য চেয়ে পরিবারটি কর্নাটকের মন্ত্রী জমির আহমেদ খানের কাছে যায়। কিন্তু ঋণের সুদ কমানোর জন্য মন্ত্রীর আশ্বাস সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক উচ্চহার আরোপ করেছে বলে অভিযোগ। ঋণের কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে ব্যাঙ্ক বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁদের বাড়ি নিলামের সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে পরিবারকে চরম পদক্ষেপ নিতে প্ররোচিত করে বলে অভিযোগ। ব্যাঙ্ক আধিকারিকরা শুধুমাত্র ১.৪১ কোটি টাকায় পরিবারের বাসস্থানের নিলাম প্রক্রিয়া শুরু করেছিল। অথচ, ঐ বাড়িটির বর্তমান বাজারদর প্রায় ৩ কোটি টাকা। ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) দুটি ধারার অধীনে পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। ওই পরিবারের এক মহিলা সদস্য এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার কাছে ন্যায়বিচারের দাবি করেছেন।

## সংসদীয় নেত্রী হলেন হাসিনা শপথ নিলেন সাংসদরাও

**প্রতিবেদন :** শপথ নিলেন বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা। বুধবার শের-এ-বাংলা নগরের সংসদ ভবনের পূর্ব ব্লকের প্রথম লেভেলের শপথকক্ষে এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সংসদের স্পিকার ড.শিরীন শারমিন চৌধুরী তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করান। আওয়ামি লিগ সভাপতি শেখ হাসিনা টানা চতুর্থবারের মতো সংসদের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন।

বুধবার আওয়ামি লিগের সাংসদদের শপথ শেষে অনুষ্ঠিত সংসদীয় দলের সভায় শেখ হাসিনাকে সংসদের নেতা নির্বাচিত করা হয়। আওয়ামি লিগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তাঁর নাম প্রস্তাব করেন। নূর-ই-আলম চৌধুরী লিটন সেই প্রস্তাবে সমর্থন জানান। পরে সর্বসম্মতিক্রমে তা গ্রহণ করা হয়। সংসদের নেতা নির্বাচনের পাশাপাশি বৈঠকে সংসদ উপনেতাও নির্বাচিত করা হয়। একাদশ জাতীয় সংসদের উপনেতা বেগম মতিয়া চৌধুরীকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের উপনেতা করা হয়েছে।

## মালদ্বীপ প্রেসিডেন্টের সফর নিয়ে নীরব দিল্লি

**প্রতিবেদন:** মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরই ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সফরের প্রস্তাব দিয়েছিলেন মহম্মদ মুইজ্জু। তাঁর শপথ গ্রহণের আগেই এই প্রস্তাব জানানো হলেও সে আবেদনে সাড়া দেয়নি নয়াদিল্লি। মুইজ্জু চিনপন্থী হওয়ার জেরেই ভারতের তরফে এখনও সে আবেদনে অনুমোদন মেলেনি।

সূত্রের খবর, ১৭ নভেম্বর নতুন প্রেসিডেন্টের শপথগ্রহণের আগেই ভারত সফরের প্রস্তাব করেছিল মালদ্বীপ। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে সময় চেয়েছিল দ্বীপরাষ্ট্র। মালদ্বীপ সরকার এখনও ওই বিষয়ে ভারতের অনুমোদনের অপেক্ষা রয়েছে। উল্লেখ্য, শপথগ্রহণের পর মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের ভারত সফর বহুদিনের রেওয়াজ। যদিও সাম্প্রতিক চিন সফরের আগে তুরস্ক এবং ইউএই-তে সফর করেন মুইজ্জু। এদিকে চিনপন্থী প্রেসিডেন্টকে সরানোর দাবি উঠছে খোদ দ্বীপরাষ্ট্রেই। সুখে-দুঃখে পাশে থাকা দীর্ঘদিনের বন্ধু ভারতের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক মেনে নিতে পারছেন না সে দেশের রাজনৈতিক মহলের বড় অংশ। রাষ্ট্রপতি পদে বসার পরই প্রকাশ্যে চিনের দিকে ঝুঁকছেন মুইজ্জু, অন্যদিকে নতুন প্রেসিডেন্টের ভারত বিরোধিতাকে ভালোভাবে নেওয়া হচ্ছে না, বুঝিয়ে দিচ্ছে নয়াদিল্লি। তারমধ্যেই মালদ্বীপ বয়কটের ডাক ঘিরে চলতি বিতর্কে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়েছে।

## বিজেপির রাজনীতি : রামমন্দির অনুষ্ঠানে তাই যাবে না কংগ্রেস

**প্রতিবেদন:** রামমন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন না কংগ্রেসের কোনও নেতা। বুধবার প্রেস বিবৃতিতে এমনটাই জানিয়ে দিলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ। সোনিয়া গান্ধী এই অনুষ্ঠানে যাবেন কিনা তা নিয়ে যে জল্পনা শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে, তাতে আপাতত ইতি পড়ল। পাশাপাশি যাচ্ছেন না কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরী ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। আগামী ২২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত দিয়ে উদ্বোধন হতে চলেছে রামমন্দিরের। এই অনুষ্ঠানে সারা দেশের ভিভিআইপিদের সঙ্গেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল কংগ্রেসের ৪ নেতানেত্রীকে। তাঁরা যাবেন না জানিয়ে কংগ্রেসের প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশের কোটি কোটি মানুষ ভগবান রামের পুজো করেন। ধর্মাচরণ মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু বিজেপি এবং আরএসএস দীর্ঘদিন ধরে অযোধ্যায় মন্দির নির্মাণকে নিজেদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পরিণত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। নির্বাচনী ফায়দার কথা মাথায় রেখেই অযোধ্যায় অর্ধসমাপ্ত মন্দিরের উদ্বোধন করা হচ্ছে। যা ২০১৯ সালের সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং ভারতের কোটি কোটি মানুষের ভাবাবেগের পরিপন্থী।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সমুদ্র তীরবর্তী গোবর্ধনপুর। দারুণ জায়গা। কলকাতা থেকে পাথরপ্রতিমা হয়ে চাঁদাবালি ঘাট। সেখান থেকে টোটো। শীতের মরশুমে ঘুরে আসতে পারেন



# মায়াময় মানসার

দেবস্থান মানসার লেক। কথিত আছে এই লেকের জলে স্নান করলে যে-কোনও চর্মরোগ নাকি সেরে যায়। ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য তো বটেই, এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানেও ছুটে আসেন বহু মানুষ। লিখছেন **তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশ্চরক**

মাতারানি বৈষ্ণোদেবীর দর্শন শেষে কাটরা ছাড়িয়ে গাড়ি যখন চলছিল তখন ড্রাইভার সনু পণ্ডিতের কাছ থেকে জানতে পারলাম এবার আমাদের গন্তব্য মানসার লেক। এই লেক জম্মু-কাশ্মীর ট্যুরিজমের মধ্যে পড়ে। এই মানসার লেক যেতে যেতে চারিদিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল সত্যিই যেন সমগ্র প্রকৃতি মন খুলে গাইছে। চারিদিকের পাহাড়, গাছের মিছিল, পাহাড়ের গায়ে নাম না জানা ফুল, তার অপার সৌন্দর্যের পশরা নিয়ে বসে আছে আপন মহিমায়।

মানসার ইতিহাসগত ভাবে মহাভারতের সঙ্গে যুক্ত তাই প্রকৃতির অমলিন সৌন্দর্যের সঙ্গে পাশাপাশি কোথায় যেন প্রাচীনতার গন্ধ মিলেমিশে রয়েছে। মহাভারতের কাহিনি অনুযায়ী, যখন নাগ রাজকন্যা উলুপীর সঙ্গে অর্জুনের বিয়ে হয়, তখন অর্জুনকে এক জ্যোতিষী বলেছিলেন যে অর্জুনের পুত্র তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে। মহাভারতের যুদ্ধের পর অর্জুন অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করে, তাঁর বীরত্ব প্রমাণের জন্য। ঘোড়া ঘুরতে ঘুরতে চলে আসে ধর উধমপুরের রামকোট গ্রামের কাছে। মায়ের সঙ্গে এখানেই থাকত অর্জুন-পুত্র বাবরবাহন। সে ঐ ঘোড়াটিকে ধরে। তখন তার বারো বছর বয়স।

অর্জুনের সৈন্য-সামন্তরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, বালক বাবরবাহনের সঙ্গে। সব্বাইকে পরাজিত করে সে এবং শেষে অর্জুন যুদ্ধে এলে তাঁকেও পরাজিত করে। তাঁর মাথা কেটে মায়ের কাছে নিয়ে যায়। খুব আনন্দের সঙ্গে বর্ণনা করে যে সে কত বড় বীর।

অর্জুনের স্ত্রী উলুপী অর্জুনের কাটা মুন্ডু দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং সে পুত্রকে জানায় যে, বাবরবাহন যাকে হত্যা করেছে তিনি তার পিতা অর্জুন। অবশেষে অর্জুনের বেঁচে ওঠার একমাত্র উপায় শেষনাগের মাথা থেকে মণি নিয়ে আসা। বাবরবাহন তখন তির ছুঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করে যা এখন সুড়ঙ্গসাগর নামে পরিচিত। এবং শেষনাগকে পরাজিত করে তার মাথার উজ্জ্বল মণি নিয়ে আসে। সেই থেকে এই জায়গার নাম হয় মণিসার। কালক্রমে তা মানসার নামে পরিচিতি লাভ করে।

স্থানীয় লোকে এখনও মানসারকে দেবতার স্থান বা দেওস্থানই বলে। এই বিস্তৃত লেকের জলে স্নান করলে যে কোনও চর্মরোগ নাকি সেরে যায়। সঙ্গে অবশ্য মানসিক করে শেষনাগের পবিত্র মন্দিরে কালো তিল দিয়ে পুজো দিতে হয়। শেষনাগের মন্দির লেকের পূর্ব দিকে অবস্থিত। ছয় মাতা নাগ দেবতার ছয় মাথা, মহাদেব নরসিমা এবং দেবী দুর্গার প্রাচীন মন্দির কাছে রয়েছে।

পূজারি সুভাষ শর্মার কাছ থেকে জানা গেল লেক ও মন্দির সংলগ্ন সমগ্র জায়গার ইতিহাস।

শুধু ঐতিহাসিক দিক থেকেই নয় প্রকৃতির কোলে নিজেকে নতুন করে চিনতে, জানতে হলে যেতেই হবে জম্মু থেকে বাষট্টি কিলোমিটার দূরে উধমপুর, সেখান থেকে চল্লিশ কিলোমিটারের দূরত্ব। লেক-এর আয়তন প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার। মাঝখানে সাঁইত্রিশ মিটার গভীর। লেকে নানা প্রজাতির দুষ্প্রাপ্য মাছ, কচ্ছপ দেখা যায়। চারপাশ পাহাড় দিয়ে ঘেরা, সবুজ বনানী-মাঝে লেক। লেকের চারপাশে সুন্দর করে সাজানো বসার জায়গা, দোলনা, বাচ্চাদের উপযোগী রাইডস— সবই রয়েছে । লেকে বোটিংয়ের সুব্যবস্থা রয়েছে। আর সুন্দর বড় বড় মাছ— খাবার দিলে ছুটে এসে হাত থেকে খাবার খেয়ে যায়। সে-এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা! অভূতপূর্ব দৃশ্য! আট থেকে আশি, বাচ্চা-বড় সবার উপভোগ করে দেখার মতো। লেকের পাশ দিয়ে হাঁটার সুন্দর রাস্তা রয়েছে । পরিবেশ নিরিবিলি ও শান্ত। মানুষজনও খুবই ভদ্র ও বিনয়ী।

ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি আছে। নানারকম জলজ পাখি, নীল গাই এবং হরিণ রয়েছে। নানা ধরনের পাখি এবং শীতকালে বিভিন্ন পরিযায়ী পাখিও দেখা যায়।

জম্মু-কাশ্মীর ট্যুরিজম থেকে ফুড ক্র্যাফ্ট-এর ফেস্টিভাল হয়। নানান ধরনের খাবার ও হাতের কাজের সামগ্রী মেলে। এটা সাধারণত এপ্রিল মাসে হয়।

তবে মে-জুনে না আসাই ভাল। কারণ প্রচণ্ড গরম সে-সময়ে। সঠিক সময় অক্টোবর থেকে মার্চ।

### কোথায় থাকবেন?

যেহেতু বেশি ভিড় নেই তাই হোটেল সবসময়ই পাওয়া যায়। 'জেকেটিডিসি'(JKTDC)-র টুরিস্ট গেস্ট হাউস রয়েছে। যেখানে ঘর থেকে লেকের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। হোটেল মানসার, হোটেল নটরাজ-সহ আরও হোটেল এবং হোম-স্টে রয়েছে নিজের পকেট এবং পছন্দ বুঝে বেছে নিতে পারেন।

### কীভাবে যাবেন?

হাওড়া থেকে জম্মু তাওয়াই অথবা হিমগিরি এক্সপ্রেসে জম্মু পৌঁছে সেখান থেকে প্রাইভেট গাড়িতে অথবা বাসে যাওয়া যায় মানসার। দূরত্ব ৬২ কিমি। অথবা প্লেনে জম্মু পৌঁছে সেখান থেকেও যাওয়া যায়। আবার ওই একই ভাবে জম্মু থেকে কাটরা পৌঁছে বৈষ্ণোদেবী দর্শন সেরে সাইটসিন হিসেবে মানসার ঘোরা যেতেই পারে। দূরত্ব কাটরা থেকে ৬৫ কিলোমিটার। ব্যস্ততাকে দূরে রেখে ক'দিনের কাজের চাপ থেকে ছুটি নিয়ে ঘুরে আসতেই পারেন মানসারে। যেখানে প্রাণ খুলে, মন ভরে প্রকৃতিকে উপভোগ করুন সুপ্রাচীন ইতিহাসকে ছুঁয়ে। নতুন করে আবিষ্কার করুন নিজেকে। নবদম্পতিরা শুনলাম ওখানে খুব যায়।

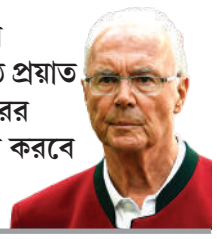

বায়ার্ন মিউনিখ নিজেদের মাঠে প্রয়াত বেকেনবাওয়ারের স্মরণে অনুষ্ঠান করবে ১৯ জানুয়ারি

# জুনিয়রদের খেলায় দিমিত্রিরা খুশি

## ইস্টবেঙ্গলে নতুন স্প্যানিশ স্ট্রাইকার ইয়াগো

**প্রতিবেদন :** চোট-আঘাত, আইএসএলে হারের হ্যাটট্রিক, কোচের বিদায়— ধাক্কা সামলে সুপার কাপের প্রথম ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়িয়ে জয়ের সরণিতে ফিরেছে মোহনবাগান। দলের সাত ফুটবলার ভারতীয় দলের সঙ্গে থাকায় তাঁদেরও সুপার কাপে পাচ্ছে না দল। নতুন হেড কোচ অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাসও এখনও এসে পৌঁছননি। এখনও তিনি ভিসা হাতে পাননি। সহকারী কোচ ক্লিফোর্ড মিরান্ডার তত্ত্বাবধানেই শ্রীনিধি ডেকানকে হারিয়ে ভাল শুরু সবুজ-মেরুনের। দিমিত্রি পেত্রাতোস, আর্মান্দো সাদিকু, হুগো বুমোসরা প্রথম ম্যাচে জুনিয়র ফুটবলারদের পারফরম্যান্সে খুশি। হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচে ভাল খেলার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন দিমিত্রিরা।

অন্যদিকে, ইস্টবেঙ্গল নতুন বিদেশি স্ট্রাইকার চূড়ান্ত করে ফেলেছে। ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে জেভিয়ার সিভেরিওকে। বুধবার লগ্নিকারী সংস্থার অফিসে বোর্ড মিটিংয়ের পরই স্প্যানিশ স্ট্রাইকার ইয়াগো ফালকে সিলভাকে সই করিয়ে নিয়েছে ক্লাব। জুভেন্টাস, টটেনহ্যাম, রোমায় খেলা ইয়াগোকে পছন্দ করেছেন কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। তবে সুপার কাপে তিনি খেলবেন না।

১৯ জানুয়ারি সুপার কাপে ডার্বি। তার আগে রবিবার দুই প্রধান গ্রুপে নিজেদের ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাসের চূড়ায় থাকতে চায়। শ্রীনিধিকে হারিয়ে উঠে দিমিত্রি বলছিলেন, ''টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ সবসময় কঠিন হয়। আমাদের এতজন ফুটবলার নেই। বেশ কয়েকজন জুনিয়র ফুটবলার খেলেছে। ওরা দায়িত্ব নিয়েছে। দারুণ লড়াই করেছে। ফল আমাদের অনুকূলে থেকেছে। তাই সবাই খুশি। পরের ম্যাচে আমরা আরও ভাল খেলব।''

হায়দরাবাদ ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু মোহনবাগানের। ভুবনেশ্বরে বুধবার।

বুমোস বলেছেন, ''রাজ (বাসফোর), অভিষেক (রাজবংশী) সিনিয়র দলের হয়ে নিজেদের প্রমাণ করছে। অভিষেক লাল কার্ড দেখার আগে নিজের সেরাটা দিয়েছে। ওদের খেলায় আমরা খুশি।''

শ্রীনিধির বিরুদ্ধে জয়সূচক গোল করা সাদিকু বললেন, ''প্রথম ম্যাচে জয়টা টিমের মনোবল বাড়াবে। এতজন খেলোয়াড় নেই আমাদের। তবু আমরা শক্তিশালী। পরের ম্যাচের জন্য আরও ভাল প্রস্তুতি নিয়ে নামব।''

# দলের ডিফেন্স নিয়ে আশ্বাস সন্দেশের

**প্রতিবেদন :** এশিয়ান কাপে অভিযান শুরুর তিনদিন আগে ভারতীয় দলের অভিজ্ঞ সেন্টার ব্যাক সন্দেশ ঝিঙ্গান জানিয়ে দিলেন, টুর্নামেন্টে ভারতীয় দলের রক্ষণ ভরসা দেবে। ২০২৩ সালে সন্দেশের নেতৃত্বে ভারতীয় দলের রক্ষণ ন'টি ক্লিন-শিট রেখেছে। আর এই সাফল্যের জন্য ইগর স্টিমাচের সহকারী প্রাক্তন ভারতীয় ডিফেন্ডার মহেশ গাউলিকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন সন্দেশ। জাতীয় দলের প্রাক্তন সেন্টার ব্যাক মহেশ পর্দার আড়াল থেকে দলের রক্ষণের উন্নতিতে কাজ করেছেন বলে জানিয়েছেন সন্দেশ।

এশিয়ান কাপের প্রস্তুতি সন্দেশের।

সন্দেশ বলেছেন, ''মহেশ ভাই বিরাট ডিফেন্ডার ছিল। এখন আমরা ওর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে অনেক কিছু শিখতে পারছি। আমরা যে গত বছর এতগুলো ম্যাচে গোল হজম করিনি, ক্লিন-শিট রাখতে পেরেছি, তারজন্য মহেশ ভাইয়ের কৃতিত্ব। এখনও মনে আছে প্রথম আমার সঙ্গে মহেশ ভাইয়ের আলাপের দিনটা। ২০১৩-১৪ সাল হবে, তখন জাতীয় দলের হয়ে আমার অভিষেক হয়নি। সুব্রত ভাই (পাল) ওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় সুব্রত ভাই আমার জন্য মহেশ ভাইয়ের আশীর্বাদ চেয়েছিল। এভাবেই আমি সিনিয়রদের ভালবাসা, আশীর্বাদ পেয়ে এই জায়গায় আসতে পেরেছি।'' এশিয়ান কাপে অস্ট্রেলিয়া, উজবেকিস্তান ও সিরিয়ার মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলতে হবে ভারতকে। সন্দেশ বলছেন, ''মানসিকভাবে নিজেদের সেরা জায়গায় থাকতে হবে। ২০১৯ সালের থেকে এবার আমরা অনেক ইতিবাচক রয়েছি।''

# সামনে ভুবিরা, সবুজ পিচে পরীক্ষা বাংলার

**প্রতিবেদন :** রঞ্জি অভিযানের শুরুতেই অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র করে মাত্র এক পয়েন্ট পেয়েছে বাংলা। শুক্রবার থেকে কানপুরের গ্রিন পার্কে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে খেলবে লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। গ্রিন পার্কে সবুজ উইকেটে ভুবনেশ্বর কুমারদের বিরুদ্ধে পরীক্ষা মনোজ তিওয়ারিদের। প্রথম ম্যাচে তিন পয়েন্ট হাতছাড়া হওয়ায় কানপুরে সরাসরি জয়ের লক্ষ্যেই ঝাঁপাতে চায় বাংলা। সেটা না হলে নিদেনপক্ষে তিন পয়েন্ট চাই দলের। বঙ্গ শিবিরে একটাই চিন্তা, গ্রিন পার্কের সবুজ উইকেটে পেস আক্রমণের দুই সেরা অস্ত্রকে তারা পাবে না। জাতীয় দলের সঙ্গে থাকায় মুকেশ কুমার নেই। ভারত 'এ' দলে জায়গা পাওয়ায় এই ম্যাচে আকাশ দীপকেও পাবে না বাংলা। উত্তরপ্রদেশ আবার রিঙ্কু সিং ও কুলদীপ যাদবকে এই ম্যাচে পাবে না।

মঙ্গলবার কানপুর পৌঁছনোর পর বুধবার গ্রিন পার্কে অনুশীলন করে বাংলা দল। প্রত্যেক ক্রিকেটারই নেটে দীর্ঘ সময় কাটান। উত্তর ভারতে কনকনে ঠান্ডা। এমন পরিবেশে সবুজ উইকেটে সিম, সুইংয়ের মোকাবিলা করতে হবে ব্যাটারদের। এমন পরিবেশে মুকেশ, আকাশের না থাকাটা

কানপুরে পৌঁছে বাংলা দল।

বাংলার জন্য অসুবিধা হলেও মহম্মদ কাইফ, ঈশান পোড়েল, সুরজ জয়সওয়াল, সুমন দাসদের নিয়ে বাজিমাতের ভাবনায় বঙ্গ থিঙ্ক ট্যাঙ্ক।

সবুজ উইকেটে কি চার পেসার খেলানোর ভাবনা? সহকারী কোচ সৌরাশিস লাহিড়ী বললেন, ''এখনও দু'দিন সময় আছে। মাঠ এখনও পুরো তৈরি নয়। কাজ চলছে। পিচের ঘাস এখনও অনেক ছাঁটা হবে। তবে এখানে সবুজ উইকেটেই থাকবে। আমরা হয়তো কম্বিনেশন একই রাখব। চারজন নয়, তিন পেসারই সম্ভবত খেলবে। আকাশ না থাকায় সুরজ ও সুমনের মধ্যে একজন খেলবে। স্পিনেও আমাদের বিকল্প রয়েছে।''

## মেয়েদের হার

■ **প্রতিবেদন :** একদিনের প্রতিযোগিতায় মুম্বইয়ের কাছে ২৫ রানে হেরে গেল বাংলার মেয়েরা। বুধবার দিল্লিতে প্রথমে ব্যাট করে ২০০ রান তোলে মুম্বই। সানিকা চালকে মুম্বইয়ের হয়ে সর্বোচ্চ ৮৭ রান করেন। ঝুমিয়া খাতুন বাংলার হয়ে তিন উইকেট নেন। অরুণা বর্মণ নেন দুটি উইকেট। জবাবে, ৪৮.২ ওভারে ১৭৫ রানেই শেষ হয়ে যায় বাংলার ইনিংস। ষষ্ঠী মণ্ডল (৬৩) ছাড়া আর কেউই ইনিংসকে টেনে নিয়ে যেতে পারেননি।

## জিতল কেরল

■ **ভুবনেশ্বর :** সুপার কাপে দারুণ শুরু কেরালা ব্লাস্টার্সের। নিজেদের প্রথম ম্যাচে শিলং লাজংকে ৩-১ গোলে হারাল কেরল। দলের ঘানাইয়ান স্ট্রাইকার কোয়ামে পেপরা জোড়া গোল করে কেরলের জয়ের নায়ক। শিলং লাজং একটি গোল শোধ করে ব্যবধান কমায়। গোল করেন রেনান পাউলিনহো। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই তৃতীয় গোল কেরলের। গোলদাতা আইমেন। সুপার কাপে অন্য একটি ম্যাচে জামশেদপুর ২-১ গোলে হারাল নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে।

# মেসি পিএসজিকে অপমান করেছে

## তোপ ক্লাব সভাপতির

পিএসজিতে সই করার পর আল খেলাইফির সঙ্গে মেসি। ফাইল ছবি।

**প্যারিস, ১০ জানুয়ারি :** লিওনেল মেসিকে তোপ দাগলেন পিএসজির সভাপতি নাসের আল খেলাইফি। তাঁর অভিযোগ, ক্লাব ছাড়ার পর মেসি পিএসজি সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করে অন্যায় করেছেন।

বার্সেলোনা ছেড়ে ২০২১ সালে পিএসজিতে যোগ দিয়েছিলেন মেসি। ফরাসি ক্লাবের হয়ে দুই মরশুমে ৭৫ ম্যাচে ৬৭ গোল করেন তিনি। দু'বার ফরাসি লিগও জেতেন। কিন্তু যে লক্ষ্যে তাঁকে আনা হয়েছিল, সেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেতাব জয় অধরাই রয়ে গিয়েছে। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন পিএসজি সমর্থকরা। ঘরের মাঠে ম্যাচ খেলার সময় অনেকবার মেসিকে ক্লাব সমর্থকদের বিদ্রুপের শিকার হতে হয়। গত বছর মার্কিন ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর, এক সাক্ষাৎকারে মেসি বলেছিলেন, পিএসজির পরিবেশ পুরোপুরি আলাদা। ফলে তাঁর মানিয়ে নিতে সমস্যা হয়েছিল। আর এতেই ক্ষুব্ধ আল খেলাইফি। পিএসজি সভাপতি বলেন, ''আমরা মেসিকে সম্মান করি। ও সর্বকালের সেরাদের একজন। কিন্তু ক্লাব ছাড়ার পর কেউ যদি পিএসজি নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করে, সেটা মেনে নেওয়া কঠিন। এটাকে সম্মান দেওয়া বলে না। বরং অসম্মান বলে।''

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমরা যেভাবে খেলেছি তাতে গর্ব হওয়া উচিত। সিরিজ জিতে অ্যালিসা হিলি

মাঠে ময়দানে

11 January, 2024 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১১ জানুয়ারি ২০২৪
বৃহস্পতিবার

## শীর্ষ বাছাই জকো

■ **মেলবোর্ন :** কার্লোস আলকারেজকে সরিয়ে পুরুষদের সিঙ্গলসে শীর্ষস্থানে থেকে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নামবেন নোভাক জকোভিচ। গতবছর চোটের কারণে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে ছিটকে যান ২০ বছর বয়সি আলকারেজ। এরপর ইউএস ওপেন নিজের দখলে আনেন জকোভিচ। সার্বিয়ান কিংবদন্তি এরপর এটিপি ফাইনালে আলকারেজকে হারিয়ে শীর্ষে উঠে আসেন। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের সিঙ্গলসে প্রথম আসনে থেকে মেলবোর্নে নামবেন ইগা সুয়েটেক। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন চলবে ১৪-২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত।

## মাঠেই মৃত্যু

■ **মুম্বই :** একই মাঠে চলছিল দু'টি ক্রিকেট ম্যাচ। আর তাতেই ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। একটি ম্যাচের ব্যাটারের নেওয়া শটে বল মাথায় লেগে মৃত্যু হল আরেক ম্যাচের ফিল্ডারের। মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে মুম্বইয়ের মাতুঙ্গার দাদকর ময়দানে। সেখান চলছিল কাচ্চি বিসা ওসওয়াল বিকাশ লেজেন্ড কাপ। টি-২০ ফরম্যাটের এই টুর্নামেন্ট হয়ে থাকে পঞ্চাশোর্ধ্ব ক্রিকেটারদের নিয়ে। মৃত ক্রিকেটারের নাম জয়েশ সওয়ালা। বয়স ৫২। জয়েশ যে ম্যাচে ফিল্ডিং করছিলেন, তার উল্টো দিকেই চলছিল আরও একটি ম্যাচ। সেই ম্যাচের এক ব্যাটারের নেওয়া শট সরাসরি জয়েশের কানের নীচে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

# টেস্ট এড়িয়ে বিরাট কিন্তু বিগ ব্যাশে খেলবে না

## লাল বলের অবহেলায় হতাশ ম্যাকমিলান

**জোহানেসবার্গ, ১০ জানুয়ারি :** আপনি কখনও বিগ ব্যাশে খেলার জন্য বিরাট কোহলিকে টেস্ট ক্রিকেট এড়াতে দেখবেন না। টি-২০ ক্রিকেটের স্রোতে গা ভাসানোর বর্তমান প্রবণতার মধ্যে এমনই মন্তব্য করলেন প্রাক্তন অলরাউন্ডার ব্রায়ান ম্যাকমিলান।

দক্ষিণ আফ্রিকায় পরিস্থিতি এখন এমন যে, নিউজিল্যান্ড সফরে দুই টেস্টের সিরিজে তাদের দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে যেতে হচ্ছে। সাতজন আন্তর্জাতিক ম্যাচ না খেলা ক্রিকেটারকে এই সফরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এরমধ্যে আছেন নতুন টেস্ট অধিনায়কও। যিনি কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেননি।

কেন এই অবস্থা? কারণ, প্রথম দলের তারকা ক্রিকেটাররা এই অবসরে দক্ষিণ আফ্রিকার টি-২০ লিগে খেলবেন। এর আগে এবি ডি'ভিলিয়ার্স বলেছিলেন, বোর্ড থেকে ক্রিকেটার সবাই অর্থ উপার্জনের জন্য টি-২০ লিগের পিছনে ছুটছে! ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে এমন টান টান সিরিজে মোটে দুটি টেস্ট খেলা হয়েছে। এবি বলেছেন, সবকিছু এখন টি-২০ কেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছে। টেস্টের মতোই চাপে আছে একদিনের ক্রিকেটও।

ম্যাকমিলান আবার এই প্রসঙ্গে হেনরিক ক্লাসেনের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। মাত্র চারটি টেস্ট খেলেই পাঁচদিনের ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন

তিনি। ম্যাকমিলান বলেছেন, এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। ক্লাসেন নিশ্চয়ই এখন টি-২০ লিগে খেলবে। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বোর্ড কীভাবে চলবে সেটা প্রশ্ন। আমার কথা হল, তোমাকে দেশকে গুরুত্ব দিতেই হবে। ভারত বিষয়টিকে ভালই সামলাচ্ছে। বিরাট ও বাকিরা টেস্ট ক্রিকেটকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। কারণ ওরা জানে এটাই আসল ক্রিকেট।

গোলের পর মিডলসবরোর হ্যাকনির উচ্ছ্বাস।

# লিগ কাপে হেরে চাপ বাড়ল চেলসির

**লন্ডন, ১০ জানুয়ারি :** লিগ কাপের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে হেরে চাপে চেলসি। মঙ্গলবার রাতে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ডিভিশনের দল মিডলসবরোর কাছে ০-১ গোলে হেরে গিয়েছে তারা। ম্যাচের ৩৭ মিনিটে মিডলসবরোর হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন হেইডেন হ্যাকনি। গোল শোধের জন্য মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়েও কাজের কাজ করতে পারেনি চেলসি। মিডলসবরোর গোলকিপার টম গ্লোভার কার্যত একাই রুখে দেন বিপক্ষের যাবতীয় আক্রমণ।

অথচ প্রথম কুড়ি মিনিটের মধ্যেই দু'গোলে এগিয়ে যেত পারত চেলসি। দু'টি সুযোগই নষ্ট করেন কোল পামার। উল্টে খেলার গতির বিরুদ্ধে বিরতির আগেই গোল হজম করে পিছিয়ে পড়ে চেলসি। দ্বিতীয়ার্ধেও চেলসির একের পর এক আক্রমণের ঝড় আছড়ে পড়েছে মিডলসবরোর রক্ষণে। কিন্তু গোলের দেখা মেলেনি। পরিসংখ্যান বলছে, গোটা ম্যাচে মোট ১৮টি সুযোগ তৈরি করেছিলেন পামাররা।

হারের পর হতাশ চেলসি কোচ মরিসিও পচেত্তিনো বলেন, ''এই ফলের জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। এত সুযোগ নষ্ট করলে জেতা সম্ভব নয়। প্রথমার্ধেই আমাদের দু'গোলে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তবে এখন আর এসব ভেবে লাভ নেই। ফিরতি লেগে নিজেদের ভুল শুধরে নিতে হবে।'' প্রসঙ্গত, ২৩ জানুয়ারি ফিরতি সেমিফাইনালে ফের মিডলসবরোর মুখোমুখি হবে চেলসি। ফাইনালে ওঠার জন্য ওই ম্যাচটা অন্তত দু'গোলে ব্যবধানে জিততেই হবে পচেত্তিনোর দলকে।

# ভারতে সোয়ানের বাজি হার্টলি-রেহান

**লন্ডন, ১০ জানুয়ারি :** ২৪ বছর বয়সি বাঁ হাতি স্পিনারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিজ্ঞতা দু'টি একদিনের ম্যাচ। ১৯ বছর বয়সি লেগস্পিনার খেলেছেন মাত্র একটি টেস্ট, ৬টি একদিনের ম্যাচ এবং সাতটি টি-২০। অথচ ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে সেই টম হার্টলি ও রেহান আহমেদের উপরেই বাজি ধরছেন গ্রেম সোয়ান!

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অফস্পিনার বলছেন, ''কলম্বোতে ইংল্যান্ড 'এ' দলের ম্যাচ ছিল। সেখানেই প্রথমবার আমি হার্টলিকে দেখি। এর আগে লাল বলের ক্রিকেটে খুব বেশি ম্যাচ খেলেনি। কিন্তু ওর নিখুঁত লাইন ও লেংথ দেখে চমকে গিয়েছিলাম।'' সোয়ান আরও যোগ করেছেন, ''ভারতীয় উইকেটে বল খুব বেশি ঘোরানোর দরকার নেই। হার্টলি অনেকটা অক্ষর

প্যাটেলের মতো। একই জায়গায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বল করতে পারে। ভারতীয় পরিবেশে এটাই দরকার। বাকিটা পিচ করে দেবে। এবার অক্ষরের পাল্টা জবাব হতে পারে হার্টলি।''

রেহানের প্রশংসা করে সোয়ানের বক্তব্য, ''রেহান প্রতিভাবান। নিজের দিনে পাঁচ উইকেট তুলে নেবে। ইতিমধ্যেই নিজের জাত চিনিয়েছে। তবে লাইন লেংথের দিকে ওকে নজর দিতে হবে। নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। ভারত সফরে সেদিকে আমার অবশ্যই নজর থাকবে।''

### পরামর্শদাতা কার্তিক

**নয়াদিল্লি : ইংল্যান্ডের কোচিং স্টাফে যোগ দিলেন দীনেশ কার্তিক। ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে ৯ দিন (১০ থেকে ১৮ জানুয়ারি) তিনি বেন স্টোকসদের ব্যাটিং পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করবেন। প্রসঙ্গত, ভারতে পা রাখার আগে আবু ধাবিতে দিন দশেকের শিবির করবে ইংল্যান্ড। সেখানেই কার্তিকের কাছ থেকে স্পিন সহায়ক উইকেটে ব্যাটিংয়ের পাঠ নেবেন স্টোকসরা। ২৫ জানুয়ারি থেকে হায়দরাবাদে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্ট।**

## লক্ষ্য ও প্রণয়ের হার

**কুয়ালালামপুর, ১০ জানুয়ারি :** নতুন বছরের শুরুটা মোটেই ভাল হল না দুই ভারতীয় শাটলার লক্ষ্য সেন এবং এইচ এস প্রণয়ের। মালয়েশিয়া ওপেন ব্যাডমিন্টনের প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে গেলেন দু'জনে। বুধবার প্রণয় কোর্টে নেমেছিলেন বিশ্বের ৯ নম্বর ডেনমার্কের অ্যান্ডার্স অ্যান্টনসেনের বিরুদ্ধে। কিন্তু সরাসরি গেমে ১৪-২১, ১১-২১ ব্যবধানে হেরে যান। প্রথম গেমে তাও কিছুটা লড়াই করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় গেমে প্রণয়কে কার্যত উড়িয়ে দেন অ্যান্টনসেন। অন্যদিকে, লক্ষ্য ১৫-২১, ১৬-২১ সরাসরি গেমে হেরে গিয়েছেন বিশ্বের ১৮ নম্বর চিনের ওয়েং হং ইয়ংয়ের কাছে। এদিকে, জয় দিয়েই নতুন বছর শুরু করেছেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। এদিন সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটি ২১-১৮, ২১-১৯ গেমে ইন্দোনেশিয়ার ফিরকি-বাগাস জুটিকে হারিয়ে পুরুষদের ডাবলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন। তবে সরাসরি গেমে জিতলেও, রীতিমতো ঘাম ঝরাতে হয় ভারতীয় জুটিকে।

# টেস্ট ওপেনার স্মিথ, ওয়ান ডে-তে নেতাও

**মেলবোর্ন, ১০ জানুয়ারি :** টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন ডেভিড ওয়ার্নার। তাঁর জায়গায় ওপেনার হিসেবে কাকে বেছে নেওয়া উচিত, তা নিয়ে জোর চর্চা চলছিল। নানা জনের নানা পরামর্শের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক বলেছিলেন, স্টিভ স্মিথকে চার নম্বর থেকে তুলে ওপেন করানো উচিত। শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়েছে। বুধবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দল ঘোষণা করে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়ে দিয়েছে, অ্যাডিলেডে প্রথম টেস্টে ওপেন করবেন স্মিথ।

আরও একটি সুখবর পেয়েছেন তারকা ব্যাটার। টেস্টের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজও খেলবে অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে বিশ্রাম দেওয়াতেই স্মিথকে নেতৃত্বভার দেওয়ার সিদ্ধান্ত সিএ-র। নির্বাচক প্রধান জর্জ বেইলি বলেছেন, ''আমি বলব, সব কিছুই পরীক্ষা-নিরীক্ষার অঙ্গ। স্টিভের সঙ্গে এ নিয়ে কথা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, ওর কেরিয়ারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হতে যাচ্ছে

এটি।'' উসমান খোয়াজার সঙ্গে স্মিথ ওপেন করবেন। ১৩ সদস্যের দলে নেওয়া হয়েছে আর এক ওপেনার ম্যাট রেনশকেও। তিনি বিকল্প ওপেনার। নির্বাচকরা নিশ্চিত করেছেন, অ্যাডিলেডে চার নম্বরে ব্যাট করবেন অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন আর স্মিথ উঠে যাবেন ওপেনিংয়ে। একই দিনে ঘোষিত ওয়ান ডে দলে নতুন মুখ হিসেবে ফাস্ট বোলার ল্যান্স মরিসকে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। বাদ পড়েছেন মার্কাস স্টয়নিস।

এদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে ওয়ার্নারকে চান অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক প্রধান। বেইলির আশা, ওয়ার্নার খেলবেন।

নিজের বায়োপিকে হলিউড তারকা ব্র্যাড পিটকে চান পাক ক্রিকেটার আহমেদ শেহজাদ

## ছয়ে বিরাট

■ **দুবাই :** আইসিসি টেস্ট ব্যাটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন ধাপ এগিয়ে ছয় নম্বরে উঠে এলেন বিরাট কোহলি। বুধবার যে তালিকা আইসিসি প্রকাশ করেছে, তাতে প্রথম দশে রয়েছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাও। তিনি চার ধাপ এগিয়ে ১০ নম্বরে উঠে এসেছেন। তালিকার শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছেন নিউজিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে যথাক্রমে ইংল্যান্ডের জো রুট এবং অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ। টেস্ট বোলারদের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। প্রথম দশে রয়েছেন আরও দুই ভারতীয় জসপ্রীত বুমরা এবং রবীন্দ্র জাদেজা। বুমরা চার ও জাদেজা পাঁচে রয়েছেন। টেস্ট বোলারদের তালিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছেন প্যাট কামিন্স ও কাগিসো রাবাডা।

## লামিচানের জেল

■ **কাঠমান্ডু :** ধর্ষণের দায়ে দশ বছরের জেল হল সন্দীপ লামিচানের। ২০২২ সালের অক্টোবরে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে নেপাল ক্রিকেটের প্রাক্তন অধিনায়ক সন্দীপের বিরুদ্ধে। তখন জেল হলেও গতবছরের শুরুতে বেলে ছাড়া পেয়ে যান তিনি। সেই মামলার চূড়ান্ত রায় দিল নেপাল কোর্ট। বুধবার বিচারক শিশির রাজ ধাকাল সন্দীপকে আট বছরের জেলের সাজা শুনিয়েছেন। আর্থিক জরিমানাও করা হয়েছে তাঁকে। নেপালের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে আইপিএলে খেলার নজির রয়েছে সন্দীপের। ২০১৮ সালে দিল্লি ক্যাপিটালসের জার্সিতে খেলেছেন এই ক্রিকেটার। গ্রেফতার হওয়ার পর সন্দীপ জানিয়েছিলেন, তিনি চক্রান্তের শিকার। জামিনে মুক্তি পেয়ে নেপালের হয়ে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলেছিলেন তিনি। যে সিরিজে বিপক্ষ দুই দল নামিবিয়া, স্কটল্যান্ডের ক্রিকেটাররা তাঁর সঙ্গে হাত মেলাননি। অভিযুক্ত এই ক্রিকেটারকে পরের ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকেই বাদ দিয়ে দেয় নেপাল।

## ওয়ার্নার-ধন্দ

■ **সিডনি :** পাকিস্তানের সঙ্গে তৃতীয় টেস্টে খেলে অবসর নিয়েছেন ডেভিড ওয়ার্নার। টেস্টের সঙ্গে একদিনের ক্রিকেটকেও বিদায় জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু দেশের হয়ে টি-২০ ক্রিকেটে খেলার রাস্তা ওয়ার্নার খোলা রেখেছেন। এখন প্রশ্ন হল, তিনি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ খেলবেন, নাকি দুবাই ক্যাপিটালসের অধিনায়ক হিসাবে আইএল টি-২০তে খেলবেন। দুটো যেহেতু একসঙ্গে চলবে তাই ওয়ার্নারকে নিয়ে এমন প্রশ্ন উঠছে। অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচক প্রধান জর্জ বেইলি অবশ্য জানিয়েছেন, ওয়ার্নারকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দলে রাখা হবে। তিনি খেলবেন। এরপর নিউজিল্যান্ড সিরিজেও তাঁকে দেখা যাবে।

# বিরাট, রশিদ ছাড়াই আজ প্রথম ম্যাচ

**মোহালিতে ভারত-আফগানিস্তান টি-২০**

■ মোহালির প্র্যাকটিসে রোহিত। বুধবার।

**মোহালি, ১০ জানুয়ারি :** টি-২০ বিশ্বকাপের আগে ভারতীয় দল ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে, সেটা মেপে নেওয়ার শেষ সুযোগ আফগানিস্তান সিরিজে। মেহালিতে বৃহস্পতিবার প্রথম ম্যাচ। যে ম্যাচে আফগানিস্তান তাদের এক নম্বর বোলার রশিদ খানকে পাচ্ছে না। এটা তাদের জন্য বেশ বড় ধাক্কা।

১৪ মাস বাদে ভারতের টি-২০ দলে ফিরেছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে, রোহিত বিশ্বকাপে ভারতের নেতৃত্ব দেবেন। বিরাটও ১৫ জনের দলে থাকবেন। ফলে এই সিরিজে দুই মহারথী কেমন করেন, সেদিকে নজর থাকবে সবার। তবে ভারত অবশ্য পুরো শক্তির দল নিয়ে নামতে পারছে না। ব্যক্তিগত কারণে মোহালিতে প্রথম ম্যাচে খেলবেন না বিরাট। রবীন্দ্র জাদেজা, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পাণ্ডিয়াকেও এই সিরিজে দেখা যাবে না। হার্দিক শুধু এই সিরিজ কেন, আইপিএলেও ফিট হয়ে যাবেন কি না প্রশ্ন রয়েছে।

এই সিরিজের সঙ্গে আইপিএলের দিকেও নজর থাকবে নির্বাচকদের। ঈশান কিশান, শ্রেয়স আইয়ারকে দলে রাখেননি অজিত আগারকররা। কিন্তু তাঁরা আইপিএলে ভাল করতে পারলে বিশ্বকাপের দরজা খুলে যাবে। রোহিত ও বিরাটের জন্য অবশ্য এই সিরিজ ছোট ফরম্যাটের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য। অনেকদিন বাদে তাঁরা ভারতের নীল জার্সিতে কুড়ি ওভারের ম্যাচ খেলবেন। রোহিত তিনটি ম্যাচে খেললেও বিরাটকে প্রথম ম্যাচে পাওয়া যাবে না।

রশিদ খানের গত নভেম্বরে পিঠে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। তিনি এখন রিহ্যাবে রয়েছেন। আফগানিস্তানের অধিনায়ক ইব্রাহিম জারদান বলেছেন, রশিদ পুরো ফিট হয়নি। তাই এই সিরিজে ওকে পাওয়া যাবে না। আমরা ওকে পাচ্ছি না বলে সমস্যা অবশ্যই থাকছে। কিন্তু যে কোনও পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের মানিয়ে নিতে হবে। জারদানের মনে হচ্ছে, অন্যেরা রশিদের অভাব পূরণ করে দেবেন।

সবে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর সেরে ফিরেছে ভারতীয় দল। বুধবার সন্ধ্যায় ক্রিকেটাররা মোহালিতে মিলিত হয়েছেন। যশস্বী জয়সোয়াল ও তিলক ভার্মা দলে থাকলেও ভারতের ইনিংস শুরু করবেন শুভমন গিল ও রোহিত শর্মা। শুভমনের দক্ষিণ আফ্রিকায় সময় ভাল যায়নি। তিনি রানের খোঁজে থাকবেন। মিডল অর্ডারে সূর্য ও হার্দিককে পাওয়া যাবে না এই সিরিজে। ফলে নজর থাকবে রিঙ্কু সিংয়ের দিকে। রিঙ্কু দক্ষিণ আফ্রিকায় নজর কেড়েছিলেন।

ঈশান কিশান দলে না থাকায় কিপিং করবেন জিতেশ শর্মা বা সঞ্জু স্যামসন। প্রথম জনের পাল্লা ভারী। অলরাউন্ডার শিবম দুবেও এই দলে রয়েছেন। কিন্তু তিন পেসার অর্শদীপ, মুকেশ ও আবেশ আছেন বলে তাঁর সুযোগ হয়তো হবে না। স্পিন বিভাগে কুলদীপ অটোমেটিক চয়েস। অক্ষর প্যাটেল, রবি বিষ্ণোই ও ওয়াশিংটন সুন্দরের মধ্যে কারা দলে থাকবেন সেটা টিম ম্যানেজমেন্টের হাতে।

রশিদ না থাকলেও সাদা বলের ক্রিকেটে আফগানিস্তান বিপজ্জনক প্রতিপক্ষ। মুজিব, নবীন ও ফজল হকের সঙ্গে তাঁদের বোর্ডের ঝামেলা মিটে গিয়েছে। ফলে বৃহস্পতিবার মোহালিতে খোলা মনে খেলতে নামবে ইব্রাহিম জারদানের দল। তাদের এখানে হারানোর কিছু নেই।

# এক পায়েও বিশ্বকাপ খেলুক ঋষভ : সানি

**মুম্বই, ১০ জানুয়ারি :** ফিট হয়ে উঠলে টি-২০ বিশ্বকাপে উইকেটের পিছনে গ্লাভস হাতে ঋষভ পন্থকেই দেখতে চান। সাফ জানালেন সুনীল গাভাসকর। পন্থের অনুপস্থিতিতে একদিনের বিশ্বকাপে ভালই কিপিং করেছিলেন কে এল রাহুল। এছাড়া সঞ্জু স্যামসন, ঈশান কিশান, জিতেশ শর্মারা রয়েছেন সাদা বলের ফরম্যাটে কিপার হিসাবে।

যদিও গাভাসকর বলছেন, ''বিশ্বকাপে রাহুল বেশ ভাল কিপিং করেছে। তবে যদি পন্থ ফিট হয়ে ওঠে, এমনকী এক পায়ে হলেও টি-২০ বিশ্বকাপ দলে ওকে রাখা উচিত। কারণ তিন ফরম্যাটেই ও গেম চেঞ্জার। আমি যদি নির্বাচক হতাম, তাহলে ওর নামটাই সবার আগে তুলতাম।'' কিন্তু শেষ পর্যন্ত পন্থ যদি ফিট হয়ে উঠতে না পারেন? সানির বক্তব্য, ''যদি একান্তই পন্থ না পারে, তাহলে রাহুল কিপিং করবে। এতে দলের কাছে বেশ কিছু বিকল্প তৈরি হবে। রাহুলকে ওপেনার, মিডল অর্ডার অথবা ফিনিশার— যে কোনও জায়গায় খেলাতে পারবে টিম ম্যানেজমেন্ট।''

উইকেটকিপারের ভূমিকায় রাহুল অনেকটাই উন্নতি করেছেন বলে জানিয়ে গাভাসকর বলেন, ''শুরুতে কিপিংকে খুব একটা গুরুত্ব দিত না রাহুল। হাল্কাভাবে নিত। কিন্তু ইদানীং প্রচুর উন্নতি করেছে। ও এখন পুরোদস্তুর উইকেটকিপার। অলরাউন্ডার। বিশ্বকাপে রাহুলকে দেখে মনে হয়েছে কিপিং নিয়ে প্রচুর খেটেছে।''

# আইপিএল প্রস্তুতি শুরু ধোনির

**মুম্বই, ১০ জানুয়ারি :** দেশে লোকসভা নির্বাচন থাকলেও আইপিএল এবার বিদেশে আয়োজিত হবে না। বিসিসিআই সূত্রে তেমনটাই জানা গিয়েছে। আইপিএলের সপ্তদশ সংস্করণ শুরু হতে পারে ২২ মার্চ থেকে। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি প্রস্তুতির তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন টুর্নামেন্টের ইতিহাসে অন্যতম সফল দল চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি নিজেকে তৈরি রাখতে নেটে নেমে পড়েছেন। মাহির নেট সেশনের ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। ভারতীয় বোর্ডের একটি সূত্র বলেছে, ''লোকসভা নির্বাচন থাকলেও দেশের বাইরে টুর্নামেন্ট নিয়ে যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা নেই। যদি কোনও শহর ওই সময় আইপিএলের ম্যাচ আয়োজন করতে না পারে, তাহলে বিকল্প ভেনুতে খেলা হবে।''

# শৃঙ্খলা ভেঙে বাদ নয় শ্রেয়স, ঈশান

**দ্রাবিড়ের সাফাই**

**মোহালি, ১০ জানুয়ারি :** আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের দলে সুযোগ পাননি শ্রেয়স আইয়ার ও ঈশান কিশান। খবর রটেছিল, শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে এই দুই ক্রিকেটারকে শাস্তি দিয়েছেন নির্বাচকরা। বুধবার রাহুল দ্রাবিড় সাংবাদিক সম্মেলনে যদিও সাফ জানিয়ে দিলেন, এই খবর ভিত্তিহীন।

দ্রাবিড়ের বক্তব্য, ''যা রটেছে, তার কোনও ভিত্তি নেই। ওদের দু'জনকে কোনও শাস্তি দেওয়া হয়নি। শ্রেয়স দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও টি-২০ সিরিজ খেলেনি। আমাদের হাতে অনেক ব্যাটার রয়েছে। সবাইকে একসঙ্গে খেলানো সম্ভব নয়। এর সঙ্গে শ্রেয়সকে শাস্তি দেওয়ার কোনও বিষয় নেই। আমার সঙ্গে নির্বাচকদের এই নিয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি।''

তিনি আরও বলেন, ''ঈশান নিজেই বিশ্রাম চেয়েছিল। আমরা ওর ছুটি মঞ্জুর করেছি। ঈশান কিছুদিন ক্রিকেট থেকে দূরে থাকতে চায়। ও যখন আবার ফিরতে চাইবে, তখন ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে জাতীয় দলে ফিরবে।'' দ্রাবিড় এদিন আরও জানিয়েছেন, ''ব্যক্তিগত কারণে বিরাট কোহলি প্রথম ম্যাচ খেলছে না। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচে অবশ্যই খেলবে।''

দ্রাবিড়ের বক্তব্য, ''রোহিতের সঙ্গে ওপেন করবে যশস্বী। আমাদের যা দল, তাতে প্রয়োজনমতো একাদশ বদল করা যায়। যশস্বীর খেলায় টিম ম্যানেজমেন্ট খুশি। রোহিত-যশস্বী খেললে ওপেনিংয়ে ডান-বাঁ কম্বিনেশন হবে।'' দলের আরেক ব্যাটার রিঙ্কু সিংয়ের প্রশংসা করে দ্রাবিড় বলেন, ''রিঙ্কু আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের শুরুটা খুব ভাল করেছে। ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলছে। ফিনিশারের ভূমিকায় দূর্দান্ত। এই সিরিজ ওর কাছেও বড় সুযোগ। ক্রিকেটার হিসাবে নিজেকে আরও উন্নত করে তোলার।''